আমাদের জনগোষ্ঠীতে সমর্থন খোঁজা

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. স্থানীয় সম্পদে কিশোরীদের প্রবেশাধিকার ও ব্যবহার উন্নত করতে একটি পরিকল্পনা সৃষ্টি করবে।

প্রস্তুতি

পর্ব ২ ঃ

- অনেক উত্তরের থেকে একটি বেছে নেওয়ার খেলার জন্য পাথর
- কিশোরী মেয়েদের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও পরিষেবার নাম ও অবস্থান যাচাই করে নিন (এবং পরের সভাগুলোতে এক বা তার বেশী প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করার কথা ভাবুন যারা ভবিষ্যৎ সভাগুলিতে পরিবেশন করবেন)

পর্ব-৩ ঃ ১-৭ পর্যন্ত খেলায় খেলায় শেখা থেকে আনা কাজগুলির তালিকা আবার দেখে সেরা তিনটি গুরুত্বের দিক থেকে এগোনো কাজকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতে সহায়তা করুন।

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ আলোচনা
- পর্ব ২ ঃ উত্তরের অনেকগুলির বিকল্প
- পর্ব ৩ ঃ দলগত পরিকল্পনা
- পর্ব ৪ ঃ একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ৩৫ মিনিট

পর্ব-১

বিষয়টির অবতারণা করতে কিশোরীদের পরামর্শ চান – ৫ মিনিট

আমাদের আজকের খেলা শুরু করার আগে, আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ চাইবো ঃ

- **আমি কোথা থেকে সব্জি কিনতে পারি ?**
- **এখান থেকে ওখানে আমি কীভাবে যেতে পারি ?**
- **ওখানে যাবার পর আমি কার সাথে কথা বলবো ?**
- **সব্জির দাম কত ?**
- **সব্জি কিনতে যাবার আগে আর কী জেনে নিল ভালো হয় ?**

তোমাদের এই পরামর্শগুলোর জন্য ধন্যবাদ। এখন আমি জানি কোথায় যেতে হবে, কীভাবে যেতে হবে, কার সাথে দেখা করতে হবে, এবং দাম কত হবে, ফলে আমার নিজেকে আরও বেশী প্রস্তুত মনে হচ্ছে।

এরপর জিজ্ঞাসা করুন ঃ

- **আমরা যখন জানি না আমাদের পণ্য বা পরিষেবা কোথায় পাওয়া যাবে, তখন আমাদের কে সাহায্য করতে পারেন ?**
- **আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করলে কী হবে ?**

আমরা যখন তথ্য জানি না, আমাদের চারপাশে কিছু মানুষ রয়েছেন যারা প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিতে পারেন। আজ আমরা গ্রামে কিশোরীদের জীবন আরও উন্নত করার জন্য অন্যদের সাহায্য নেবো এবং একসাথে কাজ করবো।

পর্ব-২

"আমি কে ?" খেলুন – ১০ মিনিট

কিশোরীদের গোল হয়ে বসতে বলুন এবং পাথরটি মাঝখানে রাখুন। তারপর বলুন ঃ

আমাদের পরিকল্পনা তৈরী করার আগে, চলো আমরা আমাদের জনগোষ্ঠীর এমন কাউকে চিহ্নিত করি যিনি আমাদের সাহায্য করবেন। আমি একজন মানুষ বা দলের বর্ণনা করবো আর তারপর জিজ্ঞাসা করবো "আমি কে ?" তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তর জেনে থাকো তবে অন্যদের আগেই পাথরটা তুলে নাও।

"আমি কে?" বর্ণনা	অনেকগুলির মধ্য থেকে একটি উত্তর বেছে নেওয়া (সঠিক উত্তরটি বোল্ড ফন্টে দেওয়া হয়েছে)
১. আমি একজন স্থানীয় মহিলা স্বেচ্ছাসেবী, আমি জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে দেখা করে, তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য দিই এবং গর্ভবতী মহিলা ও অসুস্থদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই। ➢ **আমি কে?**	■ **আশা** ■ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ■ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রামের দাই ■ নার্স দিদি ■ স্বাস্থ্যকর্মী বা এ.এন.এম. ■ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতি
২. আমি বাচ্চাদের, কিশোরী মেয়েদের ও গর্ভবতী এবং প্রসূতি মহিলাদের পরিপূরক খাবার দিই আর ৬ বছরের কম বয়সের বাচ্চাদের বাড় বাড়ন্ত ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, সেদিকে খেয়াল রাখি। ➢ **আমি কে?**	■ আশা ■ **অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী** ■ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রামের দাই ■ নার্স দিদি ■ স্বাস্থ্যকর্মী বা এ.এন.এম. ■ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতি
৩. আমি শিশুর জন্ম দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র / উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাই। ➢ **আমি কে?**	■ আশা ■ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ■ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত **গ্রামের দাই** ■ নার্স দিদি ■ স্বাস্থ্যকর্মী বা এ.এন.এম. ■ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতি
৪. আমি গ্রামের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করি টিকা দিতে, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের যত্নে, শিশুর জন্ম এবং জন্ম নিরোধক পরিষেবা দিতে। ➢ **আমি কে?**	■ আশা ■ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ■ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রামের দাই ■ নার্স দিদি ■ **স্বাস্থ্যকর্মী বা এ.এন.এম.** ■ গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতি
৫. আমি হলাম গ্রামের সদস্যদের একটা দল এবং স্থানীয় প্রতিনিধি যে সমস্যা সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করে এবং জনগোষ্ঠীর সদস্যদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। ➢ **আমি কে?**	■ আশা ■ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ■ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রামের দাই ■ নার্স দিদি ■ স্বাস্থ্যকর্মী বা এ.এন.এম. ■ **গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতি**

কিশোরীদের স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সম্পর্কে জ্ঞান-এর জন্য অভিনন্দন জানান আর তারপর জিজ্ঞাসা করুন ঃ

➢ **তথ্য বা পরিষেবা দিয়ে আর কে কে কিশোরীদের সাহায্য করতে পারেন ?**

(অনুপ্রেরকের উদ্দেশ্যে কিছু কথা ঃ প্রয়োজনমতো ব্যাখ্যা করুন আর স্থানীয় এলাকার অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান, সম্পদ ও পরিষেবা বিষয়ে কিশোরীদের জানান। ভবিষ্যতের কোনো সবায় সম্ভব হলে তথ্যসমৃদ্ধ পরিবেশনা করবেন।)

পর্ব-৩

আশা আর গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতির সাথে কথা বলার পরিকল্পনা সৃষ্টি করুন – ১৫ মিনিট

জনগোষ্ঠীর মানুষ যারা আমাদের সাহায্য করবে, তথ্য ও পরিষেবা দেবে তাদের আমরা চিহ্নিত করেছি, আমরা এখন গ্রামে কিশোরীদের জীবন উন্নত করতে একটা পরিকল্পনা করবো – এবং সেই পরিকল্পনাটি প্রথমে আশা বা সরাসরি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতিতে বলবো।

কিশোরীদের মনে করাবার জন্য জিজ্ঞাসা করুন ঃ

- **আশার ভূমিকা কী ?** *[আশা হলো স্বীকৃত মহিলা সামাজিক স্বাস্থ্যকর্মী, যারা কৈশোর, যৌন ও প্রজননগত স্বাস্থ্য, গর্ভাবস্থা ও প্রসব, জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি, জনগোষ্ঠীর সম্পদ এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে কিশোরীদের কার্যক্রম যথা সবলা (যার মাধ্যমে কিশোরীরা আরও খাবার পাবে) বা যুবতীদের দল যেমন নেহেরু যুবা কেন্দ্র সংগঠন এবং যুবতী মন্ডল নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বা রেফার করতে পারেন।]*
- **গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতির ভূমিকা কী ?** *[গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সমিতি স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করতে, সমাধান বার করতে এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গড়ে তুলতে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে কাজ করে। সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামীণ পরিকল্পনা হল একটি জনগোষ্ঠীগত পদ্ধতি। প্রতি মাসে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত করতে সমিতি দায়িত্বশীল যাতে জনগোষ্ঠীর সদস্যরা এ.এন.এম.(গ্রামের দাই), পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পরিষেবা ব্যবহার করতে পারে।]*

এই সভার আগে, আমরা ৭ বার মিলিত হয়ে আলোচনা করেছি ঃ

- কিশোরী ও মহিলাদের রক্ষা করার জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার;
- মহিলা ও পুরুষদের যেসব ভূমিকাগুলি রয়েছে;
- মহিলাদের দেহ কীভাবে কাজ করে;
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে;
- তোমার নিরাপত্তা বাড়ানোর উপায়;
- অ্যানিমিয়া কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়;
- কীভাবে অন্যদের সাথে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ করা যাবে।

প্রতিটি সভার শেষে, আমরা যেসব কাজের সংকল্প করেছি সেগুলি হল ঃ

- ৫টি অধিকার অন্যদের বর্ণনা করা;
- লিঙ্গের ভূমিকা কীভাবে কিশোরীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা পর্যবেক্ষণ করা;
- কোন্ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করায় মহিলাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা;
- নিরাপত্তা বাড়াবার জন্য ভাবনাচিন্তার ব্যবহার করা;
- অ্যানিমিয়া মুক্ত বাংলা গড়া;
- অন্যদের সাথে কথা বলার সময় দৃঢ় থাকা।

স্বাধীনতা, সাম্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়, যা নিয়ে আগের ৭টি সভায় (কিশোরীদের জন্য খেলায় খেলা শেখা ১-৭) আলোচনা হয়েছে সেগুলোর ওপর কিশোরীদের ভোট দিতে দিন।

এরপর কিশোরীদের তিনটি দলে ভাগ করুন এবং বলুন ঃ
তোমাদের দলে বিষয়টির ব্যাখ্যা করতে বা গ্রামে কিশোরীদের যা উদ্বেগের কারণ সেটি ব্যাখ্যা করতে একটি পরিকল্পনা তৈরী করো এবং সেগুলি দূর করার উপায় বলো।

তোমাদের পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হবে ঃ
- কীভাবে বিষয়টি বা উদ্বেগের কারণটি গ্রামে কিশোরী ও মহিলাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না
- কোন্ ব্যক্তি বা কর্মীসম্পদ এই সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে
- সমস্যাটি একসাথে সমাধান করার উপায়

দলগুলিকে পরিকল্পনা গড়ে তোলার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন এবং ঘুরে বেড়ান যাতে কাজটি ব্যাখ্যা করতে পারেন অথবা সাহায্য করতে পারেন। ১০ মিনিট বাদে প্রতিটি দলকে তাদের পরিকল্পনা পরিবেশন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

মনে রাখবে ঃ তোমাদের স্বাধীনতা, সাম্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য আর শিক্ষার অধিকার আছে! যদি তোমাদের অধিকার যতটা সুরক্ষিত ও সম্মানিত থাকা দরকার ততটা না থাকে, তবে তোমরা আশা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সমিতি বা অন্যান্য কর্মীসম্পদের সাথে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারো এবং সমস্যার সমাধানের জন্য একসাথে কাজ করতে পারো।

পর্ব-৪

আশা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সমিতির সাথে ভাবনাচিন্তার আলোচনার জন্য সংকল্প করতে বলুন – ৫ মিনিট

কিশোরীদের নিজেদের মধ্যে ব্যবধান রেখে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলুন। নীচের প্রশ্নটির উত্তর দিতে যারা রাজি হবে, তারা এক পা এগিয়ে ডান হাত বাড়িয়ে বলবে, "আমি"। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো, তাদের যেন হাতে হাত ঠেকে।

জিজ্ঞাসা করুন ঃ

- **আশা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান সমিতির সাথে দেখা করে ভাবনাচিন্তার আলোচনা করে কে কে গ্রামের কিশোরীদের জীবন আরও উন্নত করতে চাও ?**

কিশোরীদের ধন্যবাদ জানান। তারপর বলুন ঃ

সকলে মিলে *"স্বাধীনতা, সাম্য, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা! আমাদের অধিকার আছে!"* বলার সময় এই পাঁচটি অধিকারের ভঙ্গীগুলো সবাই মিলে করো। তারপর উবু হয়ে বসে লাফ দিয়ে বলো ঃ "চলো!"

কিশোরীদের উৎসাহ দেওয়ার পর, তাদের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে হাততালি দিন আর প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

মানসিক পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. কিশোরীবেলার গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করবে।

২. এই মানসিক পরিবর্তনের মোকাবিলা কীভাবে করা যাবে তা বলবে।

প্রস্তুতি

ছবি-১ ঃ তিন-চারটি কিশোরী মোবাইল ফোনে মগ্ন হয়ে একটি পুরুষ ও একটি নারীর অন্তরঙ্গ দৃশ্য দেখছে।

ছবি-২ ঃ এক জোড়া ছেলে-মেয়ে রাস্তা দিয়ে একে অপরের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাতে তাকাতে চলছে।

ছবি-৩ ঃ একটি কিশোরী তার মা বাবার কাছে তার বন্ধু যেমন মোবাইল ব্যবহার করছে তেমন মোবাইল চাইছে।

ছবি-৪ ঃ একটি কিশোরী সিনেমার অভিনেত্রীর মতো নিজের চুল আঁচড়াচ্ছে।

ছবি-৫ ঃ একটি কিশোরী তার ছেলে বন্ধুর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মনে কষ্ট পাচ্ছে।

ছবি-৬ ঃ একটি কিশোরী একরাশ চিন্তা নিয়ে আয়নায় তার মুখে হওয়া ব্রণ দেখছে।

২টি আর্ট পেপার এবং একটি স্থায়ী মার্কার – পর্ব-৩ এ একটি কিশোরীকে বেছে নিয়ে তাকে দেওয়ার জন্য

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ বিষয়টির উপস্থাপন – ৮ মিনিট
- পর্ব ২ ঃ কিশোরীবেলার সাধারণ মানসিক পরিবর্তন চিহ্নিত করতে ছবির খেলা – ১২ মিনিট
- পর্ব ৩ ঃ মানসিক পরিবর্তনের মোকাবিলা কীভাবে করা যাবে তার জন্য দলগত কাজ – ১০ মিনিট
- পর্ব ৪ ঃ সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৫ মিনিট

সময় – ৩৫ মিনিট

পর্ব-১

বিষয়টির উপস্থাপনা – ৮ মিনিট

তোমাদের স্বাগত! আজ আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, যা আমাদের খুব ব্যক্তিগত, যা আমাদের কিশোরীবেলায় প্রভাব ফেলে এবং আমরা বড়ো হয়ে কেমন হব, তা এইসব আচরণ দিয়ে বোঝা যায়। শিশু জন্ম নিয়ে ধীরে ধীরে বড়ো হয়। আমরা জানি একটি শিশুর শরীর কীভাবে বেড়ে ওঠে। আমরা যেহেতু এখন বাচ্চা নই আবার বড়োও নই, আমরা কিশোরী হিসাবে নিজেদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আমরা জানি কীভাবে শরীরের দিক থেকে একটি বাচ্চা মেয়ে ধীরে ধীরে কিশোরী হয়ে ওঠে এবং কীভাবে একটি বাচ্চা ছেলে কিশোর হয়ে ওঠে। এবার বলো তো –

- **একটি বাচ্চা ও একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের আচরণ কি আলাদা হয়?**
- **আমি জানি যে, তোমরা সবাই হ্যাঁ বলবে, কিছু উদাহরণ দিয়ে বলো তো একটি বাচ্চা কীভাবে একজন প্রাপ্তবয়স্কের থেকে আলাদা রকমের আচরণ করবে?**

যতজন সম্ভব কিশোরীর কাছ থেকে উত্তর জানুন। আনুগ্রহ করে কিছু সম্ভাব্য উত্তর লিখে রাখুন যাতে পরে ব্যবহার করতে পারেন।

এত ভালো উদাহরণ দেওয়ার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। আমরা যেহেতু এখন বাচ্চা নই আবার বড়োও নই, চলো দেখা যাক্ আমরা কেমন আচরণ করি। আমি এক একবারে একটি করে বাক্য পড়বো। তোমরা যদি মনে করো তোমরা বেশীরভাগ সময় এমন আচরণ করো, তবে আমার বাঁ-দিকে দাঁড়াও। তোমরা যদি মনে করো এমন আচরণ তোমরা খুব কম করো, তবে আমার ডানদিকে এসে দাঁড়াও। যদি তোমরা মনে করো কখনই এমন আচরণ করো না, তবে আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

নীচের টেবিল থেকে এক একবারে একটি করে বাক্য পড়ুন। প্রথম বাক্যটি পড়া হলে, কিশোরীদের বলুন তারা এমন আচরণ বেশী করে, কম করে বা একেবারেই করে না, তার ওপর ভিত্তি করে আপনার ডানদিকে, বাঁ-দিকে বা সামনে এসে দাঁড়াতে। কিশোরীদের জিজ্ঞাসা করুন, তারা বুঝেছে কিনা এবং যদি আপনি মনে করেন তাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়নি, তবে নীচের একটি বাক্য উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করুন। এবার খেলাটি শুরু করুন।

কোনো নেমন্তন্ন বাড়ীতে খাবার পছন্দ না হলে আমি সোজাসুজি যারা নেমন্তন্ন করেছেন, তাদের পরিবারকে সেকথা জানিয়ে দিই
যখন আমি মনে করি আমি কোনো ভুল কাজ করছি, তখন আমি মা বাবাকে না বলে সেকথা বন্ধুদের জানাই
আমি যা চাইছি তা মা আমাকে না দিলে আমি খুব রেগে যাই
যখন কোনো বন্ধু/বান্ধবী আমার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে আসে, তখন আমি সেকথা বড়ো কাউকে না জানিয়ে নিজেই সমাধান করার চেষ্টা করি
আমার জন্য কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা জানার পক্ষে আমি যথেষ্ট বড়ো হয়ে গেছি
যার সাথে আমার কথা বলতে ভালো লাগে আমি তাকে সহজেই বিশ্বাস করি
আমি সবসময় ঝুঁকি নিয়ে হলেও অন্যদের থেকে আলাদা কিছু করতে চাই
কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রয়োজনে আমি ভালো করে ভাবি ও পরিকল্পনা করি

৮টি বাক্য বলা শেষ হবার পর দেখে নিন প্রতিটি কিশোরী হয় আপনার ডানদিকে নয় বাঁ-দিকে অথবা সামনে এসে জড়ো হয়েছে কিনা। তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলুন।

আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে সকলে একই জায়গায় দাঁড়াওনি। আমরা যেমন যেমন আচরণ করি, তার ওপর নির্ভর করে আমরা নিজেদের জায়গা খুঁজে নিয়েছি। অতএব আমরা দেখছি কিশোরী হিসাবে আমরা কখনও বাচ্চাদের মতো, কখনও বড়োদের মতো আচরণ করছি, কিন্তু তবুও আমরা বাচ্চা ও বড়োদের চাইতে আলাদা। জন্ম থেকে বড়ো হওয়া অবধি আমাদের শরীর বেড়ে ওঠে, একইভাবে আমরা মানসিকভাবেও বড়ো হয়ে উঠি। তাই এই সভায় আমরা খুঁজে বার করবো কিশোরীবেলায় আমাদের কেমন মানসিক পরিবর্তন হয় এবং কিভাবে এগুলির মোকাবিলা করা যাবে।

- **তোমাদের মধ্যে বেশিরভাগই মেনে নিয়েছো যে আমরা বাচ্চা ও বড়ো কারুর মতোই আচরণ করি না, তবে কিশোরী হিসাবে আমরা কেমন আচরণ করি তা তোমরা কী কী উদাহরণ দিতে পারো?**

যতগুলি সম্ভব উদাহরণ শুনে নিন আর কিশোরীদের ধন্যবাদ জানান। উদাহরণগুলোর বেশীরভাগই আপনরা পরের পর্বে ব্যবহার করার ছবির সাথে মেলে কিনা দেখে নিন যাতে আপনি তখন উদাহরণগুলি বলতে পারেন।

পর্ব-২

কিশোরীবেলার সাধারণ মানসিক পরিবর্তন চিহ্নিত করতে খেলা – ১২ মিনিট

আমাদের কিশোরীবেলায় আমরা কোন্ ধরণের মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাই, সেগুলো খুঁজে বার করতে আমরা এবার একটা খেলা খেলবো। স্বেচ্ছাসেবী হওয়ার জন্য আমার ৬ জন কিশোরীকে প্রয়োজন। প্রত্যেককে আমি একটি করে ছবি দেবো, যেগুলো এমনভাবে ধরতে হবে, যাতে সবাই দেখতে পায়।

৬টি ছবি তৈরী রাখুন। ৬ জন কিশোরীকে ডেকে নিন। প্রত্যেককে একটি করে ছবি দিন। কিশোরীদের এমনভাবে বড়ো গোল করে দাঁড়াতে বলুন, যাতে তাদের মাঝখানে যথেষ্ট জায়গা থাকে, যেখানে প্রয়োজন হলে অন্য কিশোরীরা এসে দাঁড়াতে পারে। সবকিছু ঠিক হলে গেলে, বলুনঃ

তোমাদের মধ্যে যাদের হাতে ছবি আছে, তারা এমনভাবে ছবিগুলো তুলো ধরো, যাতে বাকী সকলে ছবিগুলি দেখতে পায়। আমি তোমাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করবো, তোমাদের পছন্দ মতো কোনো ছবি বেছে নিতে এবং তার সামনে দাঁড়াতে। তোমরা কেবলমাত্র

একটি ছবি বেছে নিতে পারবে। তোমাদের যদি একের বেশি ছবি পছন্দ হয়, তবে সেগুলোর মধ্যে যেটি বেশি পছন্দের, তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সবাই যখন ছবি বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে, তখন আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।

যেসব মেয়েরা ছবি ধরেনি, তারা প্রত্যেক তাদের পছন্দের ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা, দেখে নিন। হয়ে গেলে, এক একবারে একটি করে ছবি নিন আর নীচের প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করুন ঃ

- **এই ছবিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছো ?**
- **এই ছবিটা তোমরা বেছে নিলে কেন ?**
- **এখানে আমরা কোন্ আচরণটা হতে দেখতে পাচ্ছি ?**

নিজেদের বেছে নেওয়া ছবির সামনে দাঁড়ানো কিশোরীদের মধ্য থেকে অন্ততঃ তিনজন যেন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেয়, তা দেখুন। যদি একজন কিশোরী থাকে, তবে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো কিশোরীই ছবির সামনে না দাঁড়িয়ে থাকে, তবে পরে জিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যা করার জন্য প্রশ্নগুলি রেখে দিন। সবশেষে, যেসব কিশোরীরা ছবিগুলি ধরে আছে, তাদের নিজেদের সবচেয়ে পছন্দের ছবি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিন।

উত্তরের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। ছবিগুলি দেখে আমি যা বুঝলাম, তা তোমাদের সংক্ষেপে বলি। এই বয়সের মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আমি যা যা বলবো, সেগুলো তোমাদের মধ্যে অনেকের পছন্দ না-ও হতে পারে কিন্তু এগুলি খুব স্বাভাবিক এবং এই বয়সে আমাদের সকলের হয়, কিছু কম কিছু বেশী।

কিশোরীবেলার কিছু সাধারণ মানসিক পরিবর্তন ঃ

- ছবি-১ ঃ আমাদের কিছু নির্দিষ্ট জিনিসে **কৌতুহল** থাকে। এর ফলে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করার সম্ভাবনা দেখা দেয়া। যেমন – পর্নোগ্রাফিতে আসক্তি, নেশা করা (গুটখা, পান পরাগ, সিগারেট), অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ করা।
- ছবি-২ ঃ ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সে আমরা অন্য মেয়েদের দিকে বন্ধু হিসাবে **বেশি আসক্ত** হই কিন্তু ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সে আমরা কিশোরদের প্রতি **আকৃষ্ট** হই।
- ছবি-৩ ঃ আমরা মা বাবার উপদেশ-এর থেকে বন্ধুদের পরামর্শ বেশি শুনি এবং মনে করি আমাদের **বন্ধুদের সিদ্ধান্ত অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত**। আমরা আমাদের মা বাবার কর্তৃত্বকে নস্যাৎ করে তাদের অবাধ্য হই।
- ছবি-৪ ঃ এই বয়সে আমরা বিখ্যাত কোনো মানুষকে **আদর্শ** বলে মনে করি এবং তাকে **অনুকরণ** করার চেষ্টা করি। সেই ব্যক্তি কোনো অভিনেতা, খেলোয়াড় বা ব্যক্তিগতভাবে চেনা কেউ হতে পারে। অনুকরণ করার সময় আমরা কিছু বিপজ্জনক আচরণ করতে পারি যেমন রোগা থাকার জন্য কম খাওয়া, কিছু বিপজ্জনক কাজ করা যেগুলি আমাকে শারীরিক ক্ষতি করতে পারে।
- ছবি-৫ ঃ কিশোরীবেলায়, আমরা প্রায়ই নিজেদের **আবেগ ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না**। আমরা সহজেই রেগে যাই, উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং সামান্য কারণে মুষড়ে পড়ি।
- ছবি-৬ ঃ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পরিবর্তন হলো **আমাদের নিজেদের দেহ ও তার বদল সম্পর্কে সচেতনতা**। আমাদের কেমন দেখাচ্ছে তা আমার দেখার চেষ্টা করি। অনেকটা সময় আয়নার সামনে কাটাই। এমন কী করা যায়, যাতে বন্ধুরা আমাকে সুন্দর বলে ইত্যাদি।

- **এই সমস্ত মানসিক পরিবর্তনগুলো যে আমাদের হয়, তা তোমাদের মধ্যে কতজন মেনে নেবে ? তোমরা যদি এই ৬টি ছবি মেনে নাও তবে হাত তোলো।**

দেখে নিন এমন কোনো কিশোরী আছে কিনা, যে হাত তোলেনি। তারা আপনার প্রশ্ন বুঝেছে কিনা তা যাচাই করে নিন। যদি বুঝে থাকে, তবে দেখুন কোন্ মানসিক পরিবর্তন তারা মেনে নিচ্ছে না এবং অন্য কিশোরীদের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতে বলুন।

পর্ব-৩

কিশোরীবেলার মানসিক পরিবর্তনকে সামলাতে দলগত কাজ – ১০ মিনিট

আমরা সবাই মেনে নিচ্ছি যে আমাদের সকলের মধ্যে মানসিক পরিবর্তন এমনভাবে হয়, যার মাধ্যমে আমরা ছোটোবেলা থেকে বড়ো হওয়ার পথে পা বাড়াই। আমাদের কিশোরীবেলার প্রথমদিকে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয় এবং আমরা বড়ো হওয়ার দিকে যত এগোতে থাকি তত আমাদের মধ্যে অন্যরকমের পরিবর্তন দেখা দেয়। আমরা একথা স্বীকার করি যে, যখন আমরা এরকম কিছু মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাই, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিরাট ভুল করে ফেলে যার জন্য আমাদের সারাজীবন পস্তাতে হয়। যদি কোনো কিশোর নিয়মিত টাকা চুরি করে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে, তবে বড়ো হয়ে যাবার পর তার টাকা নষ্ট করার ও চুরি করার অভ্যাসটি রয়ে যাবে। যদি কোনো কিশোরী শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে সমাজে তার সম্মান নষ্ট হবে, তার বিয়ের ক্ষেত্রে বাধার কারণ হবে এবং শারীরিক সমস্যারও সৃষ্টি করতে পারে।

আমাদের সকলকেই এই ধরণের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তাই কীভাবে আমরা এই পরিবর্তনের মুখোমুখি হবো সে বিষয়ে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা সুস্থ ও দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠি। কীভাবে আমরা সদর্থকভাবে এইসব পরিবর্তনগুলোর মুখোমুখি হবো, তা দেখতে আমরা চলো সবাই মিলে আলোচনা করি।

৬টি ছবির প্রতিটি ঘিরে আমরা ছোটো ছোটো দল তৈরি করবো। যারা যেই ছবি বেছে নিয়েছে, তারা সেই ছবির দলে থাকবে।

কিশোরীদের বেছে নেওয়া ছবিগুলিকে কেন্দ্র গড়ে ৬টি দল গড়ে উঠলো কিনা তা দেখুন। তারা যেখানে বসে আলোচনা করবে, তার মাঝখানে ছবিটি রাখতে পারে। দল তৈরি হয়ে গেলে বলুন ঃ

আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা তোমাদের দলে ৪ মিনিট সময় নিয়ে শুধু নিজেদের ছবি নিয়ে আলোচনা করবে। নিজেদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এবং বিশেষভাবে তোমরা বড়োদের ক্ষেত্রে কী দেখেছো, তা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করো। আলোচনা শেষ হয়ে গেলে জোরে জোরে বলো ‘‘আমরা সামলাতে পারবো’’। যে দল আগে বলবে, তারা প্রথমে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাবে। আমার প্রশ্নগুলি হল ঃ

- **এই মানসিক পরিবর্তনগুলি আমাদের পরিণত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে কীভাবে সাহায্য করে ?**

কিশোরীদের ভালো করে ভাবতে উৎসাহ দিন। প্রয়োজনে উদাহরণ দিন। কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। শুরু করতে তাদের অসুবিধা হলে আপনি তাদের সাথে আলোচনা করুন, কিন্তু তাদের নিজেদের উদাহরণ দিতে উৎসাহিত করুন।

(আমাদের চারপাশে যা যা ঘটছে তার মধ্যে কোনগুলি ঠিক ও কোনগুলি বেঠিক জানতে সাহায্য করে আমাদের কৌতূহল। কিশোরদের প্রতি আকর্ষণ তাদের আরও ভালোভাবে জানতে এবং ভবিষ্যতে ভালো জীবনসঙ্গী/বন্ধু বেছে নিতে সাহায্য করে। বন্ধুরা ঠিক আর মা-বাবা ভুল এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের জানতে হবে, বন্ধুরা তাদের যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে আমাদের সত্যিই সাহায্য করছে, না-কি তাদের কোনো নিজস্ব স্বার্থ জড়িত আছে। আমরা যাকে আদর্শ বলে মনে করি, তার অনুকরণ করে আমরা কিছু ভালো গুণও অর্জন করে ফেলি। আমাদের নিজেদের আবেগগুলো ভালোভাবে বুঝে যখন আমরা বড়ো হই, তখন সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। সবশেষে, নিজেদের দেহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে কীভাবে সুস্থ থাকা যায় এবং সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক মহিলায় পরিণত হওয়া যায়, তা জানা যায়।)

আমার মনে হয় প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে নিজেদের দলে আলোচনা করাটি তোমরা উপভোগ করেছো। এই আলোচনায় অংশ নেবার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। আমি জানি তোমরা মানসিক পরিবর্তনগুলি এবং সেগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। আমি একটি আর্ট পেপারে আমাদের সাধারণ মানসিক পরিবর্তনগুলির তালিকা করতে বলবো। প্রতিটি মানসিক পরিবর্তনের সাথে এই পরিবর্তনগুলি কীভাবে আমাদের ভালো প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হয়ে উঠতে সাহায্য করে সেই উদাহরণগুলিও আমরা লিখবো। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের দেওয়ালে আমরা এই আর্ট পেপারটি টাঙিয়ে রাখতে পারি যেখানে আমাদের কিশোরী সমূহের সভা হয়।

- **আমার এই সুপারিশে তোমরা কে কে রাজী হাত তোলো।**

যদি বেশীরভাগ কিশোরী রাজি হয়ে হাত তোলে, তবে চারজন কিশোরীর নাম জেনে তাদের বেছে নিন যারা আর্ট পেপারে লেখার ও সভার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নেবে। তাদের মধ্যে একজনকে দুটি আর্ট পেপার ও একটি মার্কার দিন।

পর্ব-৪

সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৫ মিনিট

আজ, আমরা আলোচনা করলাম আমার কিশোরীবেলায় কোন্ কোন্ সাধারণ মানসিক পরিবর্তন দেখা যায় যা আমাদের ভবিষ্যতে পরিণত মহিলা হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এবার তোমরা উঠে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **তোমাদের মধ্যে কারা কারা নিজেদের সেইসব বন্ধুদের সাথে সাধারণ মানসিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবে, যারা এই খেলায় খেলায় শেখায় যোগ দেয়নি?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমি নিশ্চিত, তোমরা সকলে এই খেলায় খেলায় শেখার সভাটি উপভোগ করেছো। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে ৩ বার বলো, ‘‘আমরা ভালো ও পরিণত মহিলা হয়ে উঠতে ভীষণভাবে চেষ্টা করবো’’। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ‘‘চলো!’’ তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

ছবি-১

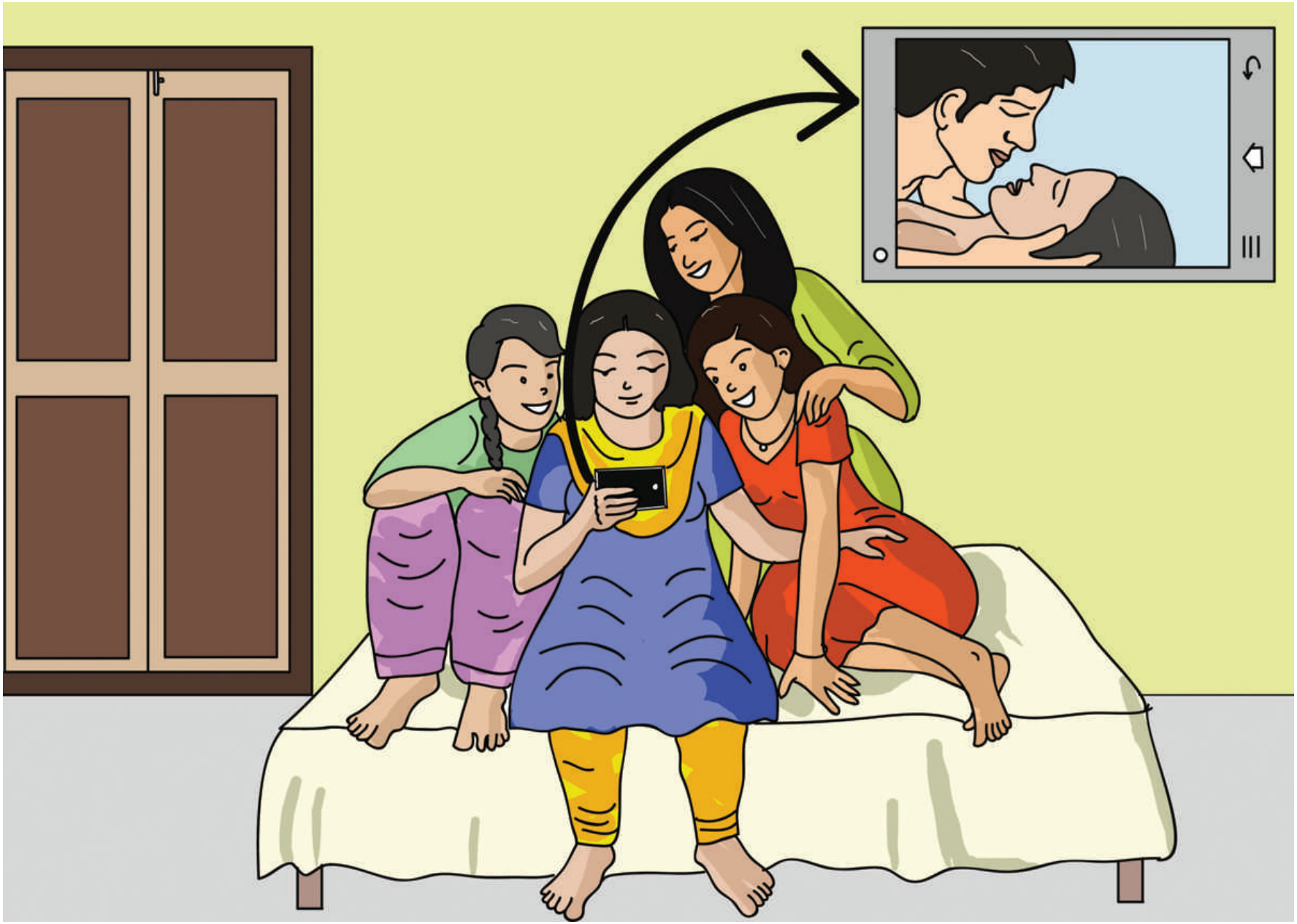

ছবি-২

ছবি-৩

ছবি-৪

ছবি-৫

ছবি-৬

কম বয়সে বিয়ে হওয়া আটকানো

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. কম বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণ ও তার ফলাফলগুলি বলবে।
২. কম বয়সে বিয়ে হওয়া কিশোরীদের জীবনের তুলনা করবে।
৩. কম বয়সে বিয়ে আটকাবার পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত করবে।

প্রস্তুতি

নকল ফুলের কুঁড়ি (কাগজের কুঁড়ি) জোগাড় করুন

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ বিষয়টির উপস্থাপন – ৮ মিনিট
- পর্ব ২ ঃ কিশোরীদের কম বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলাফলগুলি চিহ্নিত করতে খেলা – ১২ মিনিট
- পর্ব ৩ ঃ প্রশ্নোত্তর এবং দলগত কাজ – ১০ মিনিট
- পর্ব ৪ ঃ সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৫ মিনিট

সময় – ৩৫ মিনিট

পর্ব-১

বিষয়টির উপস্থাপনা করুন – ৮ মিনিট

স্বাগত ! আজ আমরা আলোচনা করতে চলেছি কীভাবে কম বয়সে বিয়ে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং এটি রুখতে আমরা কী করতে পারি।

এমন অন্ততঃ চারজন কিশোরীকে খুঁজুন, যারা জানে তাদের মায়েদের কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। তাদের বলুন অন্য কিশোরীদের নিয়ে চারটি দল গঠন করতে। দল গঠন করা হয়ে গেলে, বলুন

তোমাদের এখন দল গঠন করা হয়ে গেছে, আমি তোমাদের তিনটি প্রশ্ন করবো। নিজেদের নিজেদের দলে ৩ মিনিট সময় নিয়ে উত্তর খোঁজো, তারপর আমি তোমাদের বলতে বলবো

- **তোমাদের মায়েদের কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল এবং সেটা কি বিয়ের জন্য সবচেয়ে কম বয়স ছিল ?**
- **সবচেয়ে কম কত বছর বয়সে মেয়েদের আইনত বিয়ে হতে পারে ?**
- **তোমাদের মধ্যে কারও কারও মায়ের খুব কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল কেন ?**

৩ মিনিট পরে প্রতিটি দল থেকে একজনকে তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বলুন। তারা কম বয়সে বিয়ের কী কী কারণ বলছে, সেগুলো লক্ষ্য করুন এবং তাদের ধন্যবাদ জানান।

তোমরা সবাই এখন জানো যে, আমাদের দেশের আইন অনুসারে মেয়েরা সবচেয়ে কম ১৮ বছর বয়সে এবং ছেলেরা সবচেয়ে কম ২১ বছর বয়সে বিয়ে করতে পারে। কম বয়সে বিয়ে কেন হয়, তার কিছু ভালো কারণ তোমরা বলেছো। আমি সংক্ষেপে যোগ করছি ঃ

কিশোরীদের কম বয়সে বিয়ের কিছু সাধারণ কারণ হল ঃ

- দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের বোঝা বলে মনে করা হয় তাই দারিদ্র্যই কম বয়সে বিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।
- এই সব পরিবার থেকে অনেক সময় বিয়ের নাম করে মেয়ে পাচার হয়।
- কিশোরী মায়েদের তাদের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকে।
- পণ সহ অন্যান্য সামাজিক চাপ
- কিশোরীরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না, তাই তাদের মর্যাদার দিক থেকে নীচে থাকা।
- অনেক কিশোরী মেয়ে বাবা মায়ের পছন্দের ছেলের হাত থেকে বাঁচতে ভিন্ন জাত ও ধর্মের ছেলেদের সাথে পালিয়ে যায়।

দরিদ্র পরিবারে কম আয়ে কিশোরীরা ভাগ বসাচ্ছে মনে করে তাদের বোঝা বলে ধরে নেওয়া হয়। তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলে এই বোঝা কমবে বলে মনে করা হয়। কিশোরীদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলে বাবা মায়ের খরচ কমবে। শিক্ষা ও তথ্যের অভাবে অনেক পরিবার তাদের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হওয়ার ক্ষতিটা বোঝে না। বয়স বেড়ে যাওয়া মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য সামাজিক চাপও থাকে। এবার আমি তোমাদের আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।

- **মেয়েদের কেন অল্পবয়সে বিয়ে হয় তা বোঝার পর তোমরা কী ভাবছো?**

কম বয়সে বিয়ে নিয়ে কিশোরীরা কী ভাবছে, তা নিয়ে তাদের থেকে যতগুলো সম্ভব উত্তর জেনে নিন। কিশোরীদের ধন্যবাদ জানান।

পর্ব-২

কিশোরীদের মধ্যে কম বয়সে বিয়ে হওয়ার ফলাফল চিহ্নিত করতে খেলা – ১২ মিনিট

কোনো মেয়ের কম বয়সে বিয়ে হয়ে গেলে এবং ১৮ বছরের কম বয়সে সন্তান হলে কী হয়, তা এবার আমরা খুঁজে বার করবো। আমরা এখন একটা খেলা খেলবো। আরও একবার চারটি দল গঠন করো। আমি প্রতিটি দলকে একটি করে ফুলের কুঁড়ি দেবো। ২ মিনিট ধরে আলোচনা করো কীভাবে এই কুঁড়ি থেকে একটা ফুল ফোটানো যায়। তোমাদের আলোচনা হয়ে গেলে, আমি তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।

কিশোরীদের চারটি দল গঠন করতে সাহায্য করুন এবং প্রতিটি দলে সমান সংখ্যক কিশোরী রাখবার চেষ্টা করুন। প্রতিটি দলকে একটি করে ফুলের কুঁড়ি দিন এবং যেমন বলেছেন, তেমন করতে বলুন। ৩ মিনিট বাদে তাদের থামতে বলুন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

- **কোন দল কুঁড়ি থেকে স্বাভাবিক ফুল ফোটাতে পেরেছে?**
- **তোমরা কেন স্বাভাবিক ফুল পেলে না?**

উত্তরের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। আমরা সবাই এখন একমত যে, ফুল হয়ে ফুটে উঠে নিজের কাজ করার জন্য একটি কুঁড়ি তার নিজস্ব সময় নেবে। আমরা জোর করে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটাতে পারি না। একইভাবে একজন কিশোরী স্বাভাবিক সন্তান ধারণ করার আগে, তাকে পুরোপুরি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠতে হবে। তার সমস্ত প্রজনন তন্ত্রগুলি শিশুর জন্ম ও লালনের জন্য সুগঠিত হতে হবে। একটি কিশোরীর বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত তার দেহ সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় না। তোমরা বড় দলে ফিরে যাও। এবার বলো ঃ

- **কোনো কিশোরীর কম বয়সে বিয়ে হয়ে গেলে, তার স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব পড়ে বলে তোমাদের মনে হয়?**

কিশোরীদের থেকে যতগুলি সম্ভব উত্তর জেনে নিন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলুন

যদি কোনো কিশোরী কম বয়সে বিয়ে করে, তবে তার কম বয়সেই গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা প্রবল। এর কারণ কবে সে মা হবে, তা নিয়ে কম বয়সে তার কিছু বলার থাকে না। কম বয়সী কিশোরীদের বেশীরভাগই প্রসবের সময় রক্তপাতের ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীদের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়। মর্যাদার দিক থেকে মহিলারা নীচের দিকে থাকার ফলে, শ্বশুড়বাড়ীতে কিশোরী মেয়েরা কম পুষ্টিকর খাবার খেতে পায়। ফলে তার রক্তাল্পতা হয়। রক্তাল্পতা হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি অনেক দিন থাকে যা একটি মেয়ের কাজ করার ক্ষমতা কমিয়ে দ্যয়। এ প্রভাব বাচ্চার স্বাস্থ্যের উপরও পড়ে। অল্প শিক্ষার কারণে, কম বয়সী মায়েরা শিশুর সঠিক যত্ন করতে পারে না ফলে শিশুটির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয় না। এক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক যা ঘটে থাকে, তা হলো মা ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু।

কম বয়সে বিয়ের ফলে কম বয়সে গর্ভধারণ সহ কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক ফলাফলের কথা এবার আমি এক এক করে বলবো।

কম বয়সে বিয়ের কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক ফলাফল ঃ

- দেহ সুগঠিত হওয়ার আগেই কিশোরীরা গর্ভবতী হয়ে পড়ে।
- তার স্কুল জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার ফলে তার শিক্ষা অপূর্ণ থেকে যায় এবং সে শিশুর যত্নের বিষয়েও কিছু জানতে পারে না।
- সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে নীচে থাকার দরুণ সে কম পুষ্টিকর খাবার খেতে পায়। সে রক্তাল্পতায় ভোগে।
- মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার দরুন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অপুষ্ট শিশুর জন্ম হয় এবং সে বড় হতে থাকলেও তার শারীরিক ও বুদ্ধির বিকাশের হার কম হয়।
- শ্বশুড়বাড়ীতে মর্যাদার দিক থেকে নীচে থাকার দরুন তার সন্তানও বেশী সংখ্যায় হয়, কারণ সে তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। এর ফলে তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে ও আর্থিক বোঝা বাড়তে থাকে।
- কম বয়সী বিবাহিত কিশোরীদের বেশীরভাগ সময় পারিবারিক হিংসার বলি হতে হয়।
- এক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক যা ঘটে থাকে তা হলো, মা ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে।

পর্ব-৩

প্রশ্নোত্তর ও দলগত কাজ – ১০ মিনিট

এবার তোমরা দুটি দল গঠন করো। একটি দল আমার বাঁ দিকে দাঁড়াবে এবং অন্যটি আমার ডানদিকে। তোমরা এতক্ষণ যা শিখলে, তার ওপর ভিত্তি করে আমি কয়েকটি উক্তি পড়বো। তোমাদের বলতে হবে উক্তিগুলি ঠিক না ভুল। আমি উক্তিটি বলার পর তোমরা উত্তর না দিয়ে হাত তুলবে। যে আগে হাত তুলবে, সে উত্তর বলবে। যদি কেউ ঠিক উত্তর দেয়, তবে তার দল পয়েন্ট পাবে। যদি সে ভুল উত্তর দেয়, তবে অন্য দল থেকে একজন উত্তর দিতে পারবে এবং উত্তর ঠিক হলে সে দল বোনাস পয়েন্ট পাবে। তোমরা তৈরী ?

দেখুন দুটি দল তৈরী হয়েছে কিনা এবং কিশোরীরা আপনার দু-পাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছে কিনা। নীচের টেবিল থেকে উক্তি পড়তে শুরু করুন। সঠিক উত্তর বিষয়ে নিশ্চিত হতে আপনি উত্তরগুলি দেখে নিতে পারেন।

কিশোরীদের কম বয়সে বিয়ের একটি সাধারণ কারণ হলো দারিদ্র্য	ঠিক
লেখাপড়া কিশোরীদের কম বয়সে বিয়ে হওয়া পিছিয়ে দেয়	ঠিক
বিয়ের জন্য কিশোরীদের বয়স যত কম হবে, পণের টাকার পরিমাণ তত বেশি হবে	ভুল
কম বয়সে গর্ভধারণ ও অপুষ্টির জন্য বেশীর ভাগ সময় কিশোরীরা রক্তাল্পতায় ভোগে	ঠিক
অপরিণত মায়েদের বাচ্চাদের সাধারণতঃ স্বাভাবিক পুষ্টি বজায় থাকে	ভুল
যখন কোনো কিশোরীর তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে তার প্রথম গর্ভধারণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে	ভুল
কম ওজনের নবজাতক অপুষ্টিতে ভোগে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না	ঠিক
পড়াশোনা শেষ করার পরেই আমাদের বিয়ে করবার অধিকার আছে	ঠিক

কোন্ দল বেশি পয়েন্ট পেলো ? তাহলে তোমরা জিতেছো। প্রশ্নোত্তরের খেলায় অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। এবার তোমরা যে দলে আছো, সে দলে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি একটা কাজ দেবো। আমার করা প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ৩ মিনিট সময় নিয়ে তোমরা নিজেদের দলে আলোচনা করবে। তোমাদের দলের একজনের কাছ থেকে আমি উত্তর জেনে নেবো।

দুটি দলের মেয়েরা যেন গোল হয়ে বসে পড়ে সেটি দেখুন – দুটি ছোটো দল হল। হয়ে গেলে, তাদের কাজ দিন।

আমি একটা সত্যিকারের গল্প বলবো। পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমার টুম্পা বাউড়ি ১৪ বছর বয়সে তার বিয়ে হওয়া আটকাতে পেরেছিলো। গ্রামের এক মেলায় এক যুবকের তাকে দেখে ভালো লেগে যায় এবং কিছুদিন পরেই টুম্পার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব যায়। তার মা বাবা খুব আনন্দে ছিলেন একারণে যে তাদের পণের টাকা বেশি পরিমাণে দিতে হবে না। কিন্তু টুম্পা তখন স্কুলে পড়তো এবং পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চাইছিলো। সে জানতো ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে করা বেআইনী। তারা মা বাবা তাকে বকলেন এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে থাকলেন কিন্তু সে নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিল। সে বিয়েটি আটকাবার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য পর্যন্ত নিল।

স্থানীয় প্রশাসন তার সিদ্ধান্তে খুশি হলো এবং স্কুলে যাবার জন্য তাকে একটি সাইকেল উপহার দিল। সে সাইকেল চড়ে আশেপাশের গ্রামে গিয়ে অন্য কিশোরীদের উৎসাহ দিতে থাকলো ১৮ বছরের কম বয়সে বিয়ে না করার জন্য এবং অন্ততঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াটা বিয়ের আগে শেষ করার জন্য। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ী দিদি তাকে *কন্যাশ্রী প্রকল্পের* কথা বললেন যেখানে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। এতে মা বাবারা বিয়ের বয়স পিছিয়ে দেবার উৎসাহ পান। সে এই প্রকল্পের বিষয়ে তার মা বাবার সাথে কথা বললো, যাতে সে বিয়ের আগে উচ্চতর শিক্ষা শেষ করতে পারে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

এই ছিল টুম্পার গল্প। নীচের প্রশ্নগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো। পদ্ধতিগুলি বলার জন্য তোমাদের ৩ মিনিট সময় দেওয়া হলো।

- **কম বয়সে বিয়ে হওয়া আটকাতে টুম্পা কী কী করেছিলো ?**
- **ভবিষ্যতে কম বয়সে বিয়ে হওয়া আটকাতে তোমরা সবাই কোন্ কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারো ?**

৩ মিনিট বাদে প্রতিটি দল থেকে প্রতিনিধিকে বলুন তাদের উত্তর বলতে। বলুন

উত্তর নিয়ে বিশেষ করে কম বয়সে বিয়ে হওয়া আটকাবার পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য পদ্ধতিগুলি সংক্ষেপে একবার দেখবো।

কম বয়সে বিয়ে হওয়া আটকাবার কিছু সাধারণ পদ্ধতি ঃ

- সমর্থনের জন্য কিশোরীদের নিয়ে কোনো শক্তিশালী দল গঠন করো অথবা আগে থেকেই আছে এমন কোনো দলের থেকে সাহায্য নাও
- এলাকার শক্তিশালী স্বনির্ভর দলের সদস্যদের সাহায্য নাও
- অঙ্গনওয়াড়ী, স্বাস্থ্য কর্মী বা আশা-র মতো সরকারের প্রথম সারির কর্মীদের সাহায্য নাও
- স্কুল শিক্ষক, পঞ্চায়েতের সদস্য ও সরকারী আধিকারিকদের সাথে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করো
- কন্যাশ্রীর মতো সরকারী প্রকল্পের সাহায্য নাও যেগুলি কিশোরীদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহ জোগায়
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও জীবিকার সাথে যুক্ত হও বাবা মায়ের কাছে নিজেকে আর্থিকবাবে স্বনির্ভর প্রতিপন্ন করার জন্য
- চাইল্ড লাইনকে কাজে লাগাও
- প্রয়োজনে থানায় যোগাযোগ করো
- পণপ্রথা সম্বন্ধে যে আইন আছে সেটা জেনে নেওয়া

পর্ব-৪

সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৫ মিনিট

আজ, আমরা আলোচনা করলাম কিশোরীদের কেন কম বয়সে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে কী হয় এবং কম বয়সে বিয়ে কীভাবে আটকানো যায়। এবার তোমরা উঠে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **তোমাদের মধ্যে কারা নিজেদের মা-বাবা ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কম বয়সে বিয়ের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবে ?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমি নিশ্চিত, তোমরা সকলে এই খেলায় খেলায় শেখার সভাটি উপভোগ করেছো। আমি এ সম্পর্কেও নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেদের বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে কম বয়সে বিয়ের ক্ষতিকর প্রভাব ও কীভাবে তা আটকানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা করবে। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ''বিয়ের আগে আমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাবো এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবো''। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো !'' তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

কন্যাশ্রী প্রকল্প

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. কন্যাশ্রী প্রকল্পের ব্যাখ্যা করবে।
২. এই প্রকল্পের যোগ্যতার মাপকাঠি ও সুবিধাগুলি বলবে।
৩. এই প্রকল্পের সুবিধাগুলি গ্রহণ করার ধাপগুলি ব্যাখ্যা করবে।

প্রস্তুতি

- বাংলায় এক কপি কন্যাশ্রী অঙ্গীকার, যেটি এখানে পরিশিষ্ট হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে
- ০১ এবং ০২ ফর্মের একটি করে কপি, কিশোরীরা যদি দেখতে আগ্রহী হয়।

সময় – ৩৪ মিনিট

পর্ব-১

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়টির উপস্থাপনা করুন – ১০ মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান ও বিষয়টির উপস্থাপনা করুন। বলুন ঃ

আজ আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প এবং আমাদের রাজ্যের কিশোরীদের ক্ষমতায়নের সুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করবো। শুরু করার আগে, তোমাদের ২টি প্রশ্ন করবো। দেখি কে কে উত্তর দিতে পারো।

- **পরিবারে কিশোরীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলো কী কী ?**
  [স্কুলের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে দেওয়া, উচ্চশিক্ষার অভাব, আয় করার জন্য কিছু না করা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব, চলাফেরার সীমাবদ্ধতা, কম বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া, কম বয়সে গর্ভধারণ ইত্যাদি]

- **এইসব সমস্যাগুলির মধ্যে কয়েকটির সমাধান করতে আমরা কীভাবে চেষ্টা করতে পারি ?**
  [ভালো শিক্ষা, আয়ের সুযোগ, কম বয়সে বিয়ে ও মা হওয়া আটকানো, সামাজিক কাজে কিশোরীদের উৎসাহ দেওয়া, ছেলেদের সাথে সমানাধিকার নিশ্চিত করা ইত্যাদি]

অনুপ্রেরক কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে উৎসাহ দেবেন ও তাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন এবং উত্তরের জন্য সব অংশগ্রহণকারীকে উৎসাহ দিয়ে তারপর বলবেন ঃ

বেশ। আমি মানছি মেয়ে হওয়ার জন্যই কিশোরীদের অনেক সমস্যা এবং আমরা দেখতে পারি কীভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়। দেখা গেছে যে, কিশোরীরা যদি স্কুলে থাকে, সে পড়াশোনা করার সুযোগ বেশি পাবে, তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে না এবং কম বয়সে বিয়ে হওয়ার সাথে জড়িত সব সমস্যা আটকানো যাবে। আমাদের আগের খেলায় খেলায় শেখায় কম বয়সে বিয়ে হওয়ার সমস্যাগুলো আমরা দেখেছি।

মনে রাখবে যে, আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হই, তার জন্য আমাদের মা বাবাকে দোষ দেব না কারণ, তারা সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের ভাবতে হবে আমরা কী করে আমাদের সমস্যার সমাধান করবো। আমাদের সরকার আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে ভেবেছেন এবং কন্যাশ্রী প্রকল্প নামে একটি নতুন কার্যক্রম শুরু করেছেন। এই প্রকল্পে আমরা পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্য বৃত্তি পাবো, যাতে আমরা আমাদের বিয়ে পিছিয়ে দিতে পারি। এটি ১৩-১৮ বছর বয়সের স্কুল বা মাদ্রাসায় পড়া অবিবাহিত কিশোরীদের মর্যাদা বাড়াতে ও ভালো থাকতে সাহায্য করবে। কিশোরী মেয়েরা এই প্রকল্পে দু-ধরণের সুবিধা পাবে।

পর্ব-২

কন্যাশ্রী প্রকল্পের যোগ্যতার মাপকাঠি ও সুবিধাগুলি বোঝবার জন্য গল্প বলা – ১০ মিনিট

সলমা খাতুনের গল্প - প্রথম ভাগ

মালদা জেলার একটি স্কুলে, ভালো ছাত্রী হিসাবে পরিচিত ১৬ বছরের সলমা দশম শ্রেণীতে পড়তো। তার বাবা একটি জামাকাপড় তৈরীর দোকানে দর্জির কাজ করতেন এবং মা ছিলেন গৃহবধূ। একদিন সলমার ক্লাস শিক্ষিকা ক্লাসে কন্যাশ্রী প্রকল্প ও তার সুবিধাগুলির কথা বললেন। তিনি বললেন, যে কোনো সরকার স্বীকৃত স্কুল, মাদ্রাসা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা খেলার প্রতিষ্ঠানে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা বছরে ৭৫০ টাকা করে বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য। তিনি বললেন এই টাকা মা বাবাকে তাদের মেয়ের উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করাতে উৎসাহিত করবে।

শিক্ষিকা একথাও বললেন যে কিশোরীর মা বাবার বছরে মোট আয়ের সীমারেখা ১,২০,০০০/- এর মধ্যে হতে হবে। তবে প্রতিবন্ধী কিশোরী বা এমন কিশোরী যার মা-বাবা কেউ নেই বা যে জুভেনাইল জাস্টিক হোমে আছে, তার ক্ষেত্রে কোনো পরিবারের আয়ের কোনো সর্বোচ্চ সীমারেখা নেই। গল্পটি বলার পর শিক্ষিকা বললেন যে, যারা যোগ্য তারা এই প্রকল্পে নাম লেখাতে হলে যেন অবশ্যই প্রধান শিক্ষিকার সাথে যোগাযোগ করে।

গল্পের প্রথম ভাগটি আমার বলা হয়ে গেছে। আমি তোমাদের দুটি প্রশ্ন করবো। তোমাদের পাশের কিশোরীর দিকে ঘুরে বসো, তার সাথে আলোচনা করো এবং ১ মিনিট বাদে প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার জন্য তৈরী হয়ে যাও।

- **যোগ্য কিশোরীদের কন্যাশ্রী প্রকল্প কী দেয় ?**
- **প্রকল্প থেকে বৃত্তি পাওয়ার জন্য কারা যোগ্য ?**

নিজেদের সঙ্গীর সাথে আলোচনা করার জন্য কিশোরীদের ১ মিনিট সময় দিন। সময় শেষ হলে কিশোরীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে ডেকে নিন উত্তর দেবার জন্য। তারা যেন ঠিক উত্তর দেয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন। এরপর তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে গল্পের দ্বিতীয় ভাগে চলে যান।

সলমা খাতুনের গল্প - দ্বিতীয় ভাগ

সলমা তার শিক্ষিকার কাছে কন্যাশ্রী প্রকল্পের বিষয়ে শুনেছে। সে বাড়ি ফিরে তার মা-বাবাকে সব বললো। তার মা একথা জেনে খুশী হলেন যে, সলমা যদি বৃত্তি পায়, তবে তাদের সামান্য আয়ের টাকা সলমার পড়াশোনার পেছনে ব্যয় করার জন্য আর ভাবতে হবে না। সলমার বাবা তাকে বললেন যে, সে বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারে, কারণ তাদের বছরে মোট আয় ১,২০,০০০/- এর কম। পরের দিন সলমা প্রধান শিক্ষিকার সাথে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বই সহ যোগাযোগ করলো। সে গত বছর সবলা প্রকল্পের অন্তর্গত সখী-সহেলি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে AWW এবং অন্যান্য বন্ধুদের সাথে এই অ্যাকাউন্টটি খুলেছিল। তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার এই উদ্যোগের জন্য প্রধানশিক্ষিকা তার প্রশংসা করলেন এবং এটাও বললেন যে, যদি ১৩-১৮ বছরের কোনো কিশোরী বিয়ে না করে পড়াশোনা চালিয়ে যায়, তবে স্কুল তাকে তার নামে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করবে। এই অ্যাকাউন্টেই তার বৃত্তির টাকা জমা পড়বে। নাম লেখানোর জন্য স্কুলের কর্মী তাকে K-1[১] ফর্ম পূরণ করতে এবং স্কুলের সাহায্য নিয়ে জোগাড় করা কিছু কাগজপত্র জমা দিতে সাহায্য করলেন। **এই ফর্ম সমস্ত স্কুলে বা কলেজে পাওয়া যাবে।** *(কাগজপত্র বলতে জন্ম নথিপত্র, আয়ের নথিপত্র, প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে স্কুলে হাজিরার নথি)।*

প্রধান শিক্ষিকা সলমাকে একথাও বললেন যে, যদি সে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করে পড়াশোনা চালিয়ে যায়, তবে সে কন্যাশ্রী প্রকল্প

থেকে একবারে ২৫,০০০/- অনুদান পাবে। এই টাকা তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে। এই অনুদানের যোগ্যতা বছরে বছরে পাওয়া বৃত্তির যোগ্যতার মতোই। তবে এবার তাকে K-2[২] ফর্ম পূরণ করতে হবে। **এই ফর্ম সমস্ত স্কুলে বা কলেজে পাওয়া যাবে।** এই ফর্ম কন্যাশ্রী প্রকল্পের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে (http://wbkanyashree.gov.in/kp_home.php)। সলমা একথা ভাবতে ভাবতে খুশী মনে বাড়ি ফিরে গেলো যে, তার মা-বাবা তাকে তার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগে অবশ্যই বিয়ে দিয়ে দেবেন না।

এই ছিল সলমা খাতুনের গল্প। এবার আমি তোমাদের দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। আমি তোমাদের সঙ্গীর সাথে উত্তর নিয়ে আলোচনার জন্য ১ মিনিট সময় দেবো। আমি সকলকে জিজ্ঞাসা করবো না এবং অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করবো যারা আগে সুযোগ পায়নি।

- **কন্যাশ্রীতে অন্য কী আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় ?**
- **একবারে এই অনুদান পাওয়ার জন্য কারা যোগ্য ?**

কিশোরীদের তাদের নিজেদের সঙ্গীর সাথে কথা বলার জন্য ১ মিনিট সময় দিন। তাদের হয়ে গেলে, বিশেষভাবে তাদের জিজ্ঞাসা করুন, যারা আগের বার সুযোগ পায়নি। খেয়াল রাখুন, তারা যেন ঠিক উত্তর দেয়। উত্তর জেনে নিয়ে, তাদের ধন্যবাদ জানান।

পর্ব-৩

কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাওয়ার উপায়গুলি খুঁজে বার করতে প্রশ্ন ও উত্তরের খেলা – ১০ মিনিট

তোমরা এবার দুটি দল গঠন করো। তোমাদের দলের নাম ঠিক করো। আমি তোমাদের থেকে একটু দূরে এমনভাবে দাঁড়াবো, যাতে তোমরা আমার কাছে ছুটে আসতে পারো অথচ আমার গলার স্বরও শুনতে পাও।

দল গঠন করা হয়ে গেলে, জিজ্ঞাসা করুন ঃ

- **তোমাদের দলের নাম কী ?**

দু-দলের কথা বলতে তাদের নামের উল্লেখ করুন

আমি একটি উক্তি পড়বো। নিজেদের দলের সদস্যদের সাথে সঠিক উত্তর নিয়ে আলোচনা করো। উত্তর তৈরী হয়ে গেলে একজন সদস্য তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ছোঁবে। যে দল আমার হাত আগে ছোঁবে সে দল প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ পাবে। উত্তর যদি ভুল হয়, তবে, অন্য দল উত্তর দেবার সুযোগ পাবে। যে দল প্রথমে উত্তর দেবে, তারা এক পয়েন্ট পাবে। বেশী পয়েন্ট পাবে যে দল, সে দল জিতবে।

- **এই খেলা নিয়ে তোমাদের কী কী প্রশ্ন আছে ?**

যদি কোনো কিশোরীর কোনো প্রশ্ন থাকে, তবে অনুপ্রেরক তার বোঝার সুবিধার জন্য খেলার নিয়ম আরও একবার বলবেন এবং তারপর প্রথম উক্তি বলে খেলা শুরু করবেন,

পরের পাতার উক্তিগুলি পড়ুন এবং দুটি দলকে আপনার হাত ছুঁতে যতটুকু সময় প্রয়োজন, তা দিন।

[১] K-1 অনুগ্রহ করে K-1 ফর্মের একটি কপি তৈরী রাখবেন

[২] K-2 অনুগ্রহ করে K-2 ফর্মের একটি কপি তৈরী রাখবেন

উক্তি	বৈশিষ্ট্য / উদাহরণ
যে কোনো কিশোরী মেয়ে যার নিজের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, সে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাগুলি পাবে।	**ভুল** *কিশোরীকে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়া হতে হবে এবং পরিবারের বার্ষিক আয় ১,২০,০০০/- হতে হবে*
একজন যোগ্য কিশোরীকে বছরে ৫০০ টাকা বৃত্তি পাওয়ার জন্য সঠিকভাবে পূরণ করা K1 ফর্ম তার স্কুলে জমা দিতে হবে।	**ঠিক**
একজন যোগ্য কিশোরী, যে ইতিমধ্যেই K1 সুবিধার জন্য নাম লিখিয়েছে, তাকে একবারে ২৫,০০০/- অনুদানের জন্য K2 ফর্ম জমা দিতে হবে না।	**ভুল** *বিয়ে না করে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করার পরও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকলে, সেই কিশোরীকে একবারে আর্থিক অনুদান পাওয়ার জন্য K2 ফর্ম পূরণ করতে হবে। এই ফর্ম কন্যাশ্রী প্রকল্পের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।* (http://wbkanyashree.gov.in/kp_home.php)
স্কুলে পড়তে থাকা বিবাহিতা কিশোরীরা কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাবে।	**ভুল** *কেবলমাত্র স্কুল পড়ুয়া অবিবাহিতা কিশোরীরা এই সুবিধা পাবে*
কন্যাশ্রী প্রকল্প তাদের মেয়ের পড়াশোনা চালু রাখতে মা-বাবাকে উৎসাহিত করতে পারে।	**ঠিক**
এই যোজনার টাকা কেবলমাত্র যোগ্য কিশোরীদের পড়াশোনার খরচার জন্য।	**ঠিক**
মা-বাবার বছরে আয় যদি ২,০০,০০০/- টাকা হয়, তবে মেয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাবে।	**ভুল** *বছরে আয় ১,২০,০০০/- এর বেশি হলে চলবে না যদি না কোনো কিশোরী প্রতিবন্ধী/যার মা-বাবা কেউ নেই/যে জুভেনাইল জাস্টিস হোমে আছে এমন হয়*

প্রতিটি দল কত করে পয়েন্ট পেলো গুণে দেখুন। তারপর বলুন ঃ

------- দল (দলের নামটি বলুন) জিতেছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার উপায়গুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার জন্য তোমাদের সকলকে অভিনন্দন।

পর্ব-৪

সংকল্প – ৪ মিনিট

শেষ করার আগে আমি দেখবো আমাদের যতদিন না আবার দেখা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কারা কারা নিজেদের পরিবার ও প্রতিবেশীদের সাথে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধাগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। যারা যারা সংকল্প করতে চাও, তারা হাত বাড়িয়ে দাও।

এবার সবাই উঠে দাঁড়িয়ে একে অন্যের হাত ধরো এবং তিনবার চিৎকার করে বলো, ''কিশোরীদের জন্য কন্যাশ্রী''।

খেলা শেষ করার আগে, অনুপ্রেরক কন্যাশ্রী অঙ্গীকার জোরে জোরে পড়বেন এবং সেই অঙ্গীকার সকলে মিলে পরিষ্কারভাবে পড়ার কাজে অংশ নেবে। এটি পরিশিষ্টতে দেওয়া আছে।

এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো!''।

কিশোরীদের অনিরাপত্তা

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. কিশোরীদের জীবনে ঘটে থাকে এমন কিছু অনিরাপত্তার কথা বলবে।
২. এই অনিরাপত্তার ফল কি হতে পারে তা জানবে।
৩. অনিরাপত্তা দূর করার উপায়গুলি জানাতে পারবে।

প্রস্তুতি

চার টুকরো কাগজ। প্রতিটি পাতার নীচের দিকে একটি করে গল্প লেখা থাকবে।
একটি শিশু, বই, কাগজের নথি ইত্যাদি বোঝানোর জন্য হাতের কাছে যা পাওয়া যায়।

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ সাধারণভাবে দেখা অনিরাপত্তার কথা বলতে একটি গল্প বলা।
- পর্ব ২ ঃ সাধারণভাবে দেখা অনিরাপত্তার ফলাফল কি হতে পারে তা জানতে খেলার আয়োজন।
- পর্ব ৩ ঃ অনিরাপত্তা কমাতে দলগতভাবে কাজ করা।
- পর্ব ৪ ঃ সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ৪২ মিনিট

পর্ব-১

সাধারণভাবে দেখা অনিরাপত্তার কথা নিয়ে একটি গল্প বলা – ৮ মিনিট

তোমাদের স্বাগত! আজ আমরা নিজেদের নিয়ে কথা বলবো। মেয়ে হিসেবে আমরা প্রায় সকলেই কোনো না কোনোভাবে বাড়ীতে বা বাড়ীর বাইরে অনিরাপত্তার অনুভব করি। এই খেলায় খেলায় শেখা সভায় আমরা দেখবো কিশোরীরা কোন্ কোন্ ধরণের অনিরাপত্তার শিকার এবং সেগুলো কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায়। তবে প্রথমে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবো –

- **আমরা মেয়ে হিসেবে যে অনিরাপত্তা বোধ করি তা জানবো কি করে? আমাকে কিছু উদাহরণ দাও।**

কিশোরীদের অনিরাপত্তা কী, তা বোঝে কিনা জানতে কয়েকজন কিশোরীর থেকে উত্তর জেনে নিন। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করুন ঃ মেয়েরা উদাহরণ না দিতে পারলে তাদেরকে জানান, কোন জায়গায় নিরাপত্তার অভাব হতে পারে, কাউকে বিশ্বাস করে, স্কুলে পড়ার সুযোগ না থাকা, স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া বা তাড়াতাড়ি কম বয়সে বিয়ে হওয়া ...

- **এবার বলো, অনিরাপত্তা কি আমাদের মাঝে খুব বেশী দেখা যায়? উত্তর হ্যাঁ হলে উঠে দাঁড়াও।**

আশা করা যায় যে, প্রতিটি কিশোরীই উঠে দাঁড়াবে। আপনি যদি দেখেন কিছু কিশোরী বসে আছে, তবে তাদের কাছে অনিরাপত্তা বলতে কী বোঝায় এবং তারা কখনও অনিরাপত্তার মাঝে পড়েছে কি না, বোঝার চেষ্টা করুন।

ধন্যবাদ। তোমরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। এবার আমি অনিরাপত্তা নিয়ে কিছু কথা বলেবো। তোমরা যদি মনে করো, এমনটা তোমাদের সাথে ঘটেছে অথবা তোমার জানা কারোর সাথে ঘটেছে তবে বসে পড়বে।

- **আমার যখন মাসিক হয়, তখন আমার মা আমাকে বন্ধুদের সাথে খেলতে মানা করে।**
- **কখনও আমি যখন স্কুলে বা বাজারে যাই, তখন কিছু ছেলে আমাকে দেখে টিটকিরি দেয় ও খারাপ কথা বলে।**
- **রাতের দিকে আমাকে বাড়ি থেকে একা বেরোতে দেওয়া হয় না।**
- **আমাকে বাড়ীতে নানা ধরণের কাজ করতে হয়, তাই পড়ার সুযোগ কম পাই।**
- **প্রায়ই আমার মনে হয়, বাড়ীতে আমার চাইতে আমার ভাইকে বেশী নজর দেওয়া হয়।**

দেখি তোমাদের মধ্যে এখনও কে কে দাঁড়িয়ে আছো। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে বেশীরভাগই বসে আছো, তার মানে আমাদের সকলেরই মেয়ে হিসেবে কিছু অনিরাপত্তা আছে। এবার আমি পড়ে শোনাবো মেয়েদের ক্ষেত্রে যে অনিরাপত্তাগুলি আমরা আলোচনা করলাম।

কিশোরীদের অনিরাপত্তা

- শারীরিক বাধা যেমন মাসিকের সময়কার বিধিনিষেধ – স্বাস্থ্য অনিরাপত্তা
- মেয়েদের পথে ঘাটে টিটকিরি করা এবং খারাপ কথা শোনানো – সামাজিক অনিরাপত্তা
- বাড়ির বাইরে যাওয়ার বিধিনিষেধ – সামাজিক অনিরাপত্তা
- পড়াশোনার সুযোগ কম পাওয়া এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ হওয়া – শিক্ষার অনিরাপত্তা
- এর সাথে আরো কতগুলি অনিরাপত্তা আছে – আর্থিক এবং আইনগত

সাধারণভাবে সেগুলি হলো

- কম বয়সে বিয়ে এবং মা হওয়া এবং পণের সমস্যা – সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অনিরাপত্তা
- কম লেখাপড়া, তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া এবং বাইরে যাওয়ার বিধিনিষেধ – এর ফলে মেয়েরা রোজগারের সুযোগ কম পায়, নিজেরে দরকারে খরচ করতে পারে না – আর্থিক অনিরাপত্ত
- আয়ের সুযোগ কম থাকা ও খরচ করার জন্য টাকা না থাকা – আর্থিক অনিরাপত্তা
- উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির অধিকার না পাওয়া যা ভাইয়ের ক্ষেত্রে ঘটে না – আইনগত অনিরাপত্তা

পর্ব-২

কিশোরীদের মধ্যে অনিরাপত্তার ফলাফল চিহ্নিত করতে খেলা – ২০ মিনিট

কিশোরীদের মধ্যে অনিরাপত্তা বোঝার পর, আমরা অনিরাপত্তা বোধ করলে কী ঘটে তা চিহ্নিত করতে একটা খেলা খেলবো। চারটে দল গঠন করো। কয়েকজন যারা আমার বলা গল্পে অভিনয় করে দেখাবে, প্রতিটি দল থেকে।

কিশোরীদের ৪টি দল গঠন করতে সাহায্য করুন এবং চেষ্টা করুন, যাতে সব দলে সমান সংখ্যক সদস্য থাকে। দলগুলিকে ১, ২, ৩ এবং ৪ নাম দিন। দল গঠন হয়ে গেলে, প্রতিটি দলকে গল্প লেখা একটি করে কাগজ দেবেন। ***সভা শুরু করার আগে থেকেই গল্পগুলো লেখা থাকবে।***

দলগুলির জন্য ছোটো গল্প

- ১নং দলের জন্য ঃ পুষ্পার বিয়ে হয় ১৫ বছর বয়সে। এক বছর পর তার একটি সন্তান হয়। শ্বশুরবাড়ীতে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়, কারণ, তার বাবা যথেষ্ট পরিমাণ পণ দিতে পারেননি।
- ২নং দলের জন্য ঃ ক্লাস VI শেষ করার পর শান্তার স্কুলে যাওয়া হয়নি, কারণ তার মা চাইছিলেন সে ঘরের কাজ করুক। তাদের ঘরে অভাব থাকায় কেবল শান্তার ভাই স্কুলে পড়তে পাবে।
- ৩নং দলের জন্য ঃ রাধার বিয়ে হয়েছিল রতনের সাথে। রতন ছিল খুব গরীব। কিন্তু রাধার বাবা যখন মারা গেলেন, তখন তার ভাই শ্যামল তার যে একটি বোন আছে এই কথাটিকে গোপন রেখে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছিল। রাধা তার বাবার কোনো সম্পত্তি পেলো না।
- ৪নং দলের জন্য ঃ স্কুলের খাতা থেকে নাম কেটে যাওয়ার পর সীমা, ব্যাগ বানানোর কাজ শেখার সুযোগ পেয়েছিল। এই কাজ শেখার জায়গায় সে যেত সন্ধ্যাবেলায়। একদিন সেখান থেকে ফেরার পথে ভীষণ বৃষ্টি এলো তাই তার ঘরে ফিরতে

দেরী হয়। সে বেশী রাতে বাড়ি ফিরলো বলে মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেলো। সীমাকে তার কাজ শেখা ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে থাকতে বলা হলো।

আমি চারটি দলের প্রতিটিকে একটি করে গল্প দেবো। গল্প থেকে নাটক বানাতে এবং নিজেদের দলে তা অভ্যাস করতে প্রতিটি দলকে ৫ মিনিট সময় দেওয়া হবে। মেয়েরা তৈরী হয়ে গেলে, প্রতিটি দল অভিনয় করবে। অভিনয় হয়ে গেলে, বাকী ৩ দলের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য ১ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং তাদের নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে।

- **এই গল্পে কোন্ অনিরাপত্তা দেখানো হয়েছে?**
- **কিভাবে গল্পে বলা অবস্থার মোকাবিলা করা যায়?** (Needs reframing)

উত্তর দেওয়ার জন্য দলগুলিকে হাত তুলতে হবে। যে দল আগে হাত তুলবে, তাদের উত্তর দিতে দেওয়া হবে। দলের মধ্যে থেকে কেবল একজন উত্তর দেবে, তাই উত্তর দেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে ২ মিনিট আলোচনা করে নেওয়া দরকার মনে রাখবে যে, গল্পের জন্য যতগুলো চরিত্রের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়, ততগুলো চরিত্রই তোমরা বেছে নেবে। কোনো শিশু, বই, কাগজ, খেলনা ইত্যাদি বোঝাবার জন্য তোমরা যে কোনো জিনিস বেছে নিতে পারো। নাটকটি ২ মিনিটের বেশী সময় ধরে নেবে না।

কিশোরীরা আপনার দেওয়া নির্দেশ বুঝতে পেরেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হন। আপনি আরও একবার বলতে পারেন। ৫ মিনিট বাদে দল নং ১-কে অভিনয় করে দেখাতে বলুন। এরপর অন্য দলগুলি উত্তর দেবে। এরপর দল নং ২-কে অভিনয় করে দেখাতে বলুন, আর এভাবেই চলতে থাকুক।

(যদি মেয়েরা লাজুক হয়, তবে আপনি দলের জন্য গল্পটি গলা চড়িয়ে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলি করুন)

অতি সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। এবার চারটি গল্পের উত্তরগুলি সংক্ষেপে দেখবো।

দল	অনিরাপত্তার ধরণ	অনিরাপত্তার ফলাফল
দল ১	সামাজিক ও স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অনিরাপত্তা	পুষ্পার শরীর স্বাস্থ্য খারাপই থেকে যাবে। তার সন্তান শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে সঠিকভাবে বেড়ে উঠবে না। তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়ার জন্য পুষ্পার পড়া বন্ধ হয়।
দল ২	শিক্ষা এবং আর্থিক অনিরাপত্তা	লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার ফলে যদি কখনও শান্তকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয় তার অনিরাপত্তাবোধ হবে। কিন্তু যদি সে কোনও হাতের কাজ শিখতে পারে তাহলে তার অনিরাপত্তা কমবে।
দল ৩	আইনগত অধিকার জনিত অনিরাপত্তা	রাধা তার পরিবারের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবার সুযোগ পেলো না, কারণ সে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলো।
দল ৪	আর্থিক এবং সামাজিক অনিরাপত্তা	সীমা ঘরে থেকে ভবিষ্যতে নিজে আয় করার সুযোগ হারালো, যে কারণে তাকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে।

একের বেশী যদি মেয়েরা অনিরাপত্তার কথা বলে তাদের উদাহরণ দিতে বলুন। গল্পে বলা অনিরাপত্তা তারা নিজেদের জীবনের সাথে

মেলাতে পারবে।

অতএব আমরা দেখলাম যে, আমাদের যদি নানা ধরণের অনিরাপত্তা থাকে, তবে মনের জোর কম হবে এবং ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবো না। তাই আমরা ভবিষ্যতে আমাদের অনিরপত্তা কমানোর উপায় খুঁজে বার করেছি। আমরা সবলা প্রকল্পে যোগ দিয়েছি, যা আমাদের স্বাস্থ্য, জীবনশৈলী ও আর্থিক কাজকর্মে ক্ষমতাপ্রদান করার সুযোগ করে দেয়, যার ফলে আমরা আরও নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারি। আমাদের কন্যাশ্রী প্রকল্প রয়েছে, যেখানে আমাদের শিক্ষার কথা বলা হয় এবং কম বয়সে বিয়ে প্রতিরোধের কথাও বলা হয়। আমাদের এই প্রকল্পটিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে।

সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান এবং তাদের নিজেদের নিজেদের দলে থাকতে বলুন।

পর্ব-৩

কিশোরীদের অনিরাপত্তা কাটানোর জন্য কি কি উপায় হতে পারে, দলগত কাজ – ১০ মিনিট

আমাদের অনিরপত্তা দূর করতে কী করা উচিত, তা নিয়ে আলোচনার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে

- **ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনিরাপত্তা কেন বেশী বলে মনে হয় তোমাদের ?**

কিশোরীদের থেকে যত বেশী সম্ভব উত্তর শুনুন এবং দেখুন, নীচের দুটি বিষয়ে তারা বললো কিনা। বলুন

কারণগুলো বলা জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। দেখি আমরা এই দুটো বিষয় পেলাম কিনা –

- আমাদের সমাজে, ছেলেরা রোজগার করবে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই তাকে বেশী সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়।
- আমাদের সমাজে, মেয়েদের ঘরের কাজ ও সন্তানের মা হিসাবে ভেবে নেওয়া হয়। তাই ধারণা করা হয় মেয়েদের বেশী লেখাপড়ার দরকার নেই, আয় করার প্রয়োজন নেই এবং তাদের বাড়ীর মধ্যেই থাকা উচিত।

এবার তোমাদের দলে নিজেদের গল্পগুলি আরও একবার দেখো। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য নিজেদের দলে আলোচনা করতে তোমরা ৪ মিনিট সময় পাবে। তোমরা মন দিয়ে আলোচনা করবে এবং আলোচনার শেষে উত্তর দেওয়ার জন্য দলের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেবে।

- **পুষ্পা, শান্তা, রাধা ও সীমা-কে আরও বেশী নিরাপদ বোধ করানোর জন্য তুমি কী কী করতে চাইবে ?**

দলগুলি যখন আলোচনা করবে, তখন তাদের বলুন তারা যেভাবে অভিনয় করেছিলো তার কথা এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধান কীভাবে করবে, তার কথা ভাবতে। ৪ মিনিট আলোচনার পর চারটি দল যখন তৈরী হয়ে যাবে, তখন প্রতিটি দলের থেকে একজন বলবে।

কিশোরীদের অনিরাপত্তা কমাতে তোমরা কী কী করবে, তা বলার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। তোমরা যা বললে, তা আমি সংক্ষেপে বলছি, আর প্রয়োজনে কিছু যোগ করছি –

- কিশোরীদের বাবা মায়ের কাছে ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করার কুফল বুঝিয়ে বলা দরকার এবং পন না দেওয়ার কথা আলোচনা করা দরকার। এর জন্য পঞ্চায়েত, অঙ্গনওয়াড়ী দিদি ও ব্লক অফিসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, ১০৯৮-এ চাইল্ড লাইন নম্বরে ফোন করা যেতে পারে।
- কিশোরীদের মা হওয়ার বিষয়ে সবকিছু এবং শিশুর যত্ন বিষয়ে জানা উচিত। অঙ্গনওয়াড়ী এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা এই বিষয়ে জানাতে পারবেন।

- কিশোরীদের অন্ততঃ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করা উচিত। কন্যাশ্রীর বিষয়ে জানতে হবে।
- আইনগত সম্পত্তির অধিকার ও জমির অধিকার নিয়ে কিশোররীদের সমস্ত বিষয় জানা দরকার। ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজস্ব পরিদর্শক ও ভূমি সহায়ক-এর সাহায্য নেওয়া উচিত।
- কিশোরীরা গ্রামে সবলা দলের আলোচনায় থাকবে। যেসব অনিরাপত্তা জানা গেল সেগুলির গ্রামের যে কোন সভায় দরকার মত আলোচনা হওয়া দরকার। একইভাবে প্রতিকারের কথা বলতে হবে।

➢ **অনিরাপত্তা কমানোর উপায়ের বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে কিশোরীরা জানতে চাইবে। যদি প্রশ্ন থাকে বা কোন বিষয়ে আরও বলা দরকার তাহলে সে বিষয়ে সাহায্য করুন, সবাইকে ধন্যবাদ জানান।**

পর্ব-৪

সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৪ মিনিট

আজ আমরা আলোচনা করলাম, আমরা কীভাবে আমাদের অনিরাপত্তাগুলিকে দেখি, এই অনিরাপত্তা কেন এবং সমাজে নিরাপদ থাকতে গেলে কী কী করতে হবে, সেগুলি নিয়ে। এবার সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

➢ **কিশোরীদের কিভাবে নিরাপদ বোধ করানো যায় তা নিয়ে পরিবার ও কম করে তিন জন বন্ধুদের সাথে কে কে আলোচনা করতে চাও ?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমি নিশ্চিত, তোমাদের সকলের এই 'খেলায় খেলায় শেখা'র সভাটি ভাল লেগেছে। এরকম আরও পাঁচটি সভায় আমরা জানবো, জমি আমাদের কিভাবে নিরাপত্তা দিতে পারে এবং এই নিরাপত্তা কীভাবে পাওয়া যায়। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ''আমাদের নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনের অধিকার আছে''। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো !''

কিশোরীদের যখন একে অন্যকে উৎসাহিত করা হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রচেষ্টাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন এবং ভালভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

সম্পদের মূল্য

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. সম্পদ কি এবং সম্পদের মানে বলবে।
২. বাইরে থেকে দেখা যায় এমন এবং মানুষের ভিতরে থাকা সম্পদ চিনতে পারবে।
৩. সম্পদ থাকলে কি লাভ তা বুঝতে পারবে।
৪. সম্পদ তৈর করার ধাপগুলি চিহ্নিত করবে।

প্রস্তুতি

কাগজের টুকরো, কলম। কিশোরীদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে, বাইরে দেখা যায় এবং মানুষের ভিতরে থাকা কিছু সম্পদের নাম (যেমন ঘর, জমি, গাড়ি, ব্যাঙ্কে টাকা, জ্ঞান, দক্ষতা ইত্যাদি) একটি করে কাগজের টুকরোয় লিখুন। লক্ষ্য রাখবেন, যতজন কিশোরী আছে, ততগুলো কাগজের টুকরো যেন থাকে।

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ সম্পদ কী ?
- পর্ব ২ ঃ প্রশ্নোত্তর খেলা
- পর্ব ৩ ঃ গল্প বলা
- পর্ব ৪ ঃ একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ৪০ মিনিট

পর্ব-১

সম্পদ কী ? – ১০ মিনিট

তোমাদের স্বাগত ! আজ আমরা এমন এক বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করবো, যা আমাদের জীবন ভাল ও সুখের করে তুলতে পারে। আমরা সম্পদ নিয়ে কথা বলবো। দেখি আমরা সম্পদ নিয়ে কী জানি।

- **সম্পদ বলতে কি বোঝায় তা আমাকে কে বলতে পারবে ?**

সঞ্চালক উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন এবং দু-তিনটি উত্তরের পর মেয়েদের ধন্যবাদ জানান এবং বলুন

সম্পদ হল এমন কিছু যা আমাদের আজকের দিনে, পরে বা বেশি বয়সে নিরাপদ রাখে। সম্পদ আমাদের স্বাস্থ্য, মনের জোর এবং সম্মান বজায় রাখে। কিছু সম্পদ বাইরে থেকে দেখা যায়, যেমন – ঘর, জমি, গাড়ি, ব্যাঙ্কের টাকা, সেইরকম আমাদের ভিতরেও সম্পদ থাকে, যেমন – জ্ঞান, দক্ষতা এইসব।

আগের খেলায় মেয়েদের অনিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা আশা করি তোমাদের মনে আছে। যারা পূজা, শান্তা, রাধা এবং সীমার গল্প মনে করতে পার তারা হাত তোল।

যারা হাত তুলেছে তাদের প্রশ্ন করুন।

- **এই চারজন মেয়ে তাদের নিরাপত্তা না থাকায় কোন কোন সম্পদ পায়নি ?**

২-৩টি উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করুন। না পেলে মেয়েদের সম্পদের উদাহরণ দিন, যেমন – স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জমি ইত্যাদি, সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

পর্ব-২

বিভিন্ন ধরণের সম্পদ ব্যাখ্যা করতে খেলা – ১৫ মিনিট

এতক্ষণ আমরা জানলাম সম্পদ কী, এবার আমরা জানবো কোন সম্পদ বাইরে থেকে দেখা বা ছোঁয়া যায়, আবার কোন সম্পদ আমাদের ভিতরে থাকে যা দেখা যায় না, কিন্তু আমরা ব্যবহার করে নিজেদের ভাল রাখতে পারি। এটা বোঝার জন্য আমরা একটা খেলা খেলবো। সবাই উঠে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি কিছু ভাঁজ করা টুকরো কাগজ রাখবো। যখন আমি ১, ২, ৩ বলবো, প্রত্যেকে একটা করে কাগজ তুলে নেবে। কাগজগুলিতে একটি করে সম্পদের উদাহরণ লেখা রয়েছে। তোমাদের যদি মনে হয়, তোমাদের সম্পদ বাইরে থেকে দেখা যায়

তবে আমার বাঁদিকে এসে দাঁড়াবে। আর তোমরা যদি মনে করো, সম্পদ মানুষের ভিতরে থাকে যা দেখা যায় না তবে আমার ডানদিকে এসে দাঁড়াও।

কিশোরীরা যেন আপনার নির্দেশ বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। আরও একবার বলতে পারেন। কাগজগুলি মাঝখানে রাখা হয়ে গেলে এবং কিশোরীরা গোল হয়ে দাঁড়ালে, জোরে বলুন ১...২...৩... চলো।

আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে কিছু মেয়ে আমার ডানদিকে আর কিছু আমার বাঁদিকে এসে দাঁড়িয়েছো। আমি এবার জিজ্ঞাসা করবো ঃ

- **কাগজে কি সম্পদ লেখা আছে? তোমরা কেন আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে দাঁড়িয়েছো?**

বাঁদিকে ও ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরীদের সমানভাবে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের উত্তর শুনুন। যখন কোনো কিশোরী উত্তর দিচ্ছে, তখন অন্য কে যাচাই করে নিন, যে সে উত্তরটি ঠিক দিল না ভুল। খেলার পরে, তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বসতে বলুন। এবার বলুন ঃ

তাহলে আমরা দুরকম সম্পদের কথা জানলাম। কিছু সম্পদ বাইরে দেখা যায় যেমন জমি, বাড়ি, গাছ, গাড়ি এইসব। আবার কিছু সম্পদ আমাদের ভিতরে থাকে, যা থেকে আমরা মনের জোর, নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং জীবনে সফল হতে পারি। যেমন জ্ঞান, দক্ষতা, এইসব।

- **বাড়ীতে সম্পদ থাকায় কি লাভ হয়?**

যতগুলো সম্ভব উত্তর শুনুন এবং দেখুন, নীচের বাক্স থেকে কতগুলো উত্তর পেলেন। সেগুলি নীচের বাক্স থেকে পড়ুন, উত্তরের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান

সম্পদ আমাদের যা যা দেয়, তা হল

- সম্পদ আমাদের টাকা রোজগারের সুযোগ দেয়
- টাকা রোজগার করে আমরা ভালোভাবে থাকতে পারি
- ভালোভাবে থাকলে আমরা সমাজে সম্মান পাই
- বহুদিন সম্পদ ব্যবহার করে আমরা আর্থিক নিরাপত্তা পেতে পারি

উত্তরের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান

পর্ব-৩

সম্পদ নিয়ে গল্প – ১০ মিনিট

এখন আমি তোমাদের মতো একটি মেয়ে রূপার গল্প বলবো, যে সম্পদ তৈরী করেছিলো তার ও তার পরিবারের জীবনযাপনকে আরও ভালো করে তোলবার জন্য। গল্প বলতে বলতে আমি মাঝখানে থামব এবং তোমাদের প্রশ্ন করব। তোমরা পাশের বন্ধুর সাথে আলোচনা করে উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তুলবে। বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য ১ মিনিট সময় পাবে।

রূপা গ্রামের একটি সাধারণ মেয়ে। সে তার বাবা, মা, দাদা ও ছোটো বোনের সঙ্গে থাকে। তার বাবা একজন মাঠে কাজ করা দিনমজুর এবং মা ঘরের কাজ নিয়ে থাকে। তার দাদা স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছিল চাষের কাজে বাবাকে সাহায্য করবার জন্য। তার ছোটো বোন গ্রামের

সরকারী স্কুলে ক্লাস VII এ পড়ে। পরিবারের আর্থিক অবস্থার কারণে রূপা তার পড়াশোনা চালিয়ে যাবার জন্য তার মা-বাবাকে যথেষ্ট বোঝাবার চেষ্টা করেছিল।

- **তার বাবা মায়ের থেকে রূপা কি ধরণের বাধা পেতে পারে ?**
  [বাবা-মা তার বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে পারে যাতে কম পণ দিতে হয়, অথবা রূপা স্কুলে না গিয়ে ঘরের কাজে মা-কে সাহায্য করতে পারে, ফলে স্কুলের খরচ কমবে এবং বিয়ের জন্য সামাজিক চাপ তৈরী হবে।]

রূপা কয়েক বছর ধরে গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে মেয়েদের সবলা দলের সভায় যাওয়া আসা করে। সে সময় বার করে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়েকে টিউশনি পড়ায় যা থেকে তার পড়ার খরচ চলে। রূপা ১৬ বছর বয়সে সবলা দলে যোগ দেয়, আবার অঙ্গনওয়াড়ী দিদিকেও তার কাজে সহযোগিতা করে। সবলা দল থেকে রূপা জেনেছে, কেন সঞ্চয় করা দরকার। টিউশনির টাকা থেকে সে কিছু জমিয়েছে। পরিবারের জমিতে রূপা ছোট সব্জি বাগান করেছে। বাড়িতে সব্জি খাওয়া ছাড়া কিছু পরিমান বিক্রি করে সে আরো কিছু টাকা জমিয়েছে।

- **রূপা কিভাবে কিছু টাকা জমিয়েছিল ? টাকা কোথায় রেখে জমানো যায় ?**
  [টিউশনি করে, সব্জি বিক্রি করে। টাকা ডাকঘরে বা ব্যাঙ্কে জমানো যায়]

রূপা এখন XII ক্লাসে পড়ে। গত বছরে কন্যাশ্রী প্রকল্পে সে ৫০০ টাকা পেয়েছে। ১৮ বছরের পরে পড়াশোনা চালানোর কারণে রূপা এই বছর ২৫০০০ টাকা পেয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাওয়ার জন্য সে ব্যাঙ্কে খাতা খুলেছে। সবলা দলে যোগ দেওয়ায় তার টাকা জমানোর অভ্যাস গড়ে উঠেছে। সে এখনও টিউশনি পড়ায়, সব্জি বিক্রি করে এবং যা টাকা রোজগার হয় তা থেকে নিজের এবং বোনের পড়ার খরচ চালায়। কয়েকদিন আগে রূপা তার দাদাকে মোটরগাড়ি চালানো শেখার স্কুলে ভর্তি হতে সাহায্য করেছে।

- **বাইরে দেখা যায় এবং ভিতরে থাকে এরকম কি কি সম্পদ রূপা তৈরী করেছে ?**
  [বাইরে দেখা যায় – সব্জি বাগান, ব্যাঙ্কে টাকা জমানো, ভিতরে থাকা – লেখাপড়া, সব্জি বাগান করার দক্ষতা]

- **ভিতরে থাকা কোন সম্পদ রূপার পরিবার ব্যবহার করে ভবিষ্যতে আরও সম্পদ তৈরী করতে পারবে ?**
  [শিক্ষা, গাড়ী চালানো শেখা]

রূপা তার ভিতরে থাকা সম্পদ (লেখাপড়া, জ্ঞান) এবং বাইরে দেখা যায় (ব্যাঙ্কে জমানো টাকা) এমন সম্পদ দিয়ে নিজের জীবন এবং পরিবারের সবাইকে ভালভাবে এগোতে সাহায্য করবে।

এই হল রূপা গল্প। আশা করি তোমরা সকলেই বুঝেছো, ভালো জীবনযাপনের জন্য রূপা কীভাবে তার সম্পদ গড়ে তুলেছে। সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। এসো, আরো একবার যাচাই করি। নিচে বলা জিনিসগুলি হল সম্পদ, আবার এই সম্পদ ব্যবহার করে আমরা নতুন সম্পদ তৈরী করতে পারি। বাইরে থেকে দেখা এবং ভিতরে থাকা দুই রকমেরই সম্পদ আমরা জানলাম।

- জমি, বাড়ী, গৃহপালিত পশু, মাছ, গাড়ি ইত্যাদি – বাইরে দেখা সম্পদ।
- শিক্ষা, দক্ষতা ও জ্ঞান – মানুষের ভিতরে থাকা সম্পদ।
- ব্যাঙ্কে জমানো টাকা – বাইরের সম্পদ।
- কাজ পাওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ – ভিতরের সম্পদ।

পর্ব-৪

সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৫ মিনিট

আজ আমরা জানলাম সম্পদ কী, আমাদের জীবনে কেন এটি দরকার এবং আমরা কীভাবে সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি। এবার সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **রূপার গল্প বলে তোমাদের মধ্যে কে কে পরিবার ও ৩ জন বন্ধুর সঙ্গে সম্পদের নিয়ে আলোচনা করবে ?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমাদের পরের খেলায় খেলায় শেখায়, আমরা দেখবো জমি সম্পদ কীভাবে ব্যবহার করে আমরা জীবিকা অর্জন করতে পারি। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ''আমাদের নিজেদের সম্পদ তৈরী করার অধিকার আছে''। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো !''

কিশোরীদের যখন একে অন্যকে উৎসাহিত করা হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রচেষ্টাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

জমি ও তার ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার ফলে শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. জমি কি ও তার প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবে।
২. জমি কিভাবে ব্যবহার করা যায় তা বলতে পারবে।
৩. ভূমি দপ্তরের গঠন ও বিভিন্ন আধিকারিক ও তাদের কাজ চিহ্নিত করবে।

প্রস্তুতি

- কাগজের বল ও কলম, কাগজের টুকরো লেখার জন্য
- প্রতিটিতে **জমির বিভিন্ন ব্যবহার** লেখার জন্য কাগজের টুকরো এবং মোট যত সংখ্যক কিশোরী অংশগ্রহণ করছে, তাদের সমান সংখ্যক কাগজের টুকরো করার জন্য কিছু খালি কাগজ রাখতে হবে
- **বিভিন্ন স্তরের** প্রশাসন এবং প্রতিটি স্তরের **ভূমি দপ্তরের** গঠন লেখার জন্য কাগজের টুকরো
- **অনুগ্রহ করে সভা শুরুর আগে কাগজের টুকরোয় জমির ব্যবহার ও ভূমি দপ্তরের গঠন লিখে রাখবেন।** (জমির ব্যবহার এবং অফিস দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে দেওয়া আছে)

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ প্রশ্ন-উত্তর
- পর্ব ২ ঃ একে অন্যকে কাগজের বল দিতে থাকা
- পর্ব ৩ ঃ জোড়ায় জোড়ায় মেলানোর খেলার পর প্রশ্নোত্তর
- পর্ব ৪ ঃ একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ৩০ মিনিট

পর্ব-১

জমি ও তার প্রয়োজনীয়তা – ৬ মিনিট

তোমাদের সকলকে স্বাগত! আমাদের আগের খেলায়, আমরা সম্পদ নিয়ে জেনেছি। আজ আমরা তোমাদের সঙ্গে একটা অতি দরকারী সম্পদ ও তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবো। সেটা হল জমি। আকাশের নিচে যা আছে তা হল জমি। আমাদের দরকার অনুযায়ী জমিকে নানাভাবে ব্যবহার করে থাকি। যেমন ঘরবাড়ি, চাষ, গরু, ছাগল রাখার জন্য, মুরগী পালনের জন্য, বাজার, কারখানা ও ফলের বাগান এইসব। প্রথমে আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো।

➢ **জমি কিভাবে তোমাদের পরিবার বা প্রতিবেশী ব্যবহার করে, কয়েকটা উদাহরণ দিতে পার?**

কিছু উত্তর শুনে তারপর জিজ্ঞাসা করুন।

➢ **জমি কেন দরকারী বলে তোমাদের মনে হয়?**

আবার কিছু উত্তর শুনুন, তারপর বলুন,

তোমরা যে সমস্ত জবাব দিলে তার জন্য ধন্যবাদ, আবার একবার আমরা মিলিয়ে দেখি –

- পৃথিবীর তিনভাগ জল ও একভাগ জমি। মানুষ এই একভাগ জমি ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজনগুলি মেটায়। সেই কারণেই জমির চাহিদা বেশী।
- সমস্ত মানুষ (এমনকী সমস্ত জীবজন্তুও) তাদের প্রাথমিক চাহিদা (যেমন খাদ্য, বাসস্থান) মেটানোর জন্য জমির দরকার।
- এছাড়াও স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তা, অফিস, বাজার, জলাশয় ইত্যাদি অন্য কাজেও জমি লাগে।
- জমি এক দরকারী সম্পদ এবং জমি ব্যবহার করে অন্য সম্পদ তৈরী করা যায়। সম্পদ ব্যবহার করে অনিরাপত্তা বা অসহায়তা কমানো যায়। (পরের খেলায় আমরা শিখব জমি কিভাবে ব্যবহার করা যায় এবং তা আমাদের কিভাবে অসহায়তা কমাতে পারে।)

➢ **জমি আমাদের জন্য কেন এত দরকারী, তা নিয়ে তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে?**

কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর দিন এবং সব অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানান।

পর্ব-২

জমির বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার, খেলা – ৮ মিনিট

খেলা শুরু করার আগে *সঞ্চালক মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা গুণে নেবেন এবং প্রতিটি কাগজের টুকরোয় দশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জমির ব্যবহার লিখবেন, তারপর বাকী খালি কাগজগুলোও লেখা কাগজগুলোর মতো ভাঁজ করবেন, দলের সদস্যসংখ্যা অনুসারে এবং সবকটি কাগজের টুকরো এক জায়গায় রাখবেন।*

জমির বিভিন্ন রকমের ব্যবহার বুঝতে আমরা এবার একটা খেলা খেলবো। আমি কিছু কাগজের টুকরো রেখেছি। আমরা সবাই এবার কাগজের টুকরোগুলোর চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াবো। আমি তোমাদের একটা কাগজের বল দেবো যেটা তোমরা হাতে হাতে দিতে থাকবে আর আমি হাততালি দিতে থাকবো। যখন আমি হাততালি দেওয়া বন্ধ করবো, তখন যার হাতে ঐ বলটি থাকবে, সে একটি কাগজের টুকরো নেবে এবং তাতে কী লেখা আছে তা জোরে জোরে পড়বে। তারপর কাগজটি নিজের কাছে রেখে দেবে। এরপর আমি আবার হাততালি দিতে থাকবো এবং একইভাবে বলটা তোমরা একে অন্যের হাতে দিতে থাকবে, যতক্ষণ না আমি আবার হাততালি দেওয়া বন্ধ করছি এবং যার হাতে বলটা তখন থাকবে, সে কাগজের একটি টুকরো নিয়ে জোরে পড়ে শোনাবে তাতে কী লেখা আছে।

কিছু কাগজ থাকবে, যাতে কিছু লেখা নেই। যদি কোনো মেয়ে এমন কোনো কাগজ পায়, তবে সে বৃত্ত বা খেলা থেকে বেরিয়ে যাবে।

খেলার পর, সঞ্চালক সব অংশগ্রহণকারীদের তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন এবং তাদের আসন গ্রহণ করতে বলে নিচের প্রশ্নটি করবেন ঃ

- **জমির নানা ধরণের ব্যবহার বিষয়ে তোমরা এই খেলা থেকে কী জানলে ?**

সঞ্চালক অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন এবং খেয়াল রাখবেন, তারা কাগজে লেখা জমির সবকটি ব্যবহার বলছে কিনা। তারা যদি কোনো বিষয় বাদ দিয়ে থাকে, তবে নীচে উল্লেখ করা বিষয়গুলি থেকে অনুপ্রেরক তা বলে দেবেন।

(বাস্তু জমি, চাষের জমি, বাগান, বনজঙ্গল, রাস্তা বা রেলপথ, পুকুর, হ্রদ, নদীর মতো জলাশয়, যা থেকে সেচের জল, মাছ পাওয়া যায়, সমুদ্র, পাহাড়, অফিস, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, শিল্পের জন্য ব্যবহৃত জমি, গোচারণ ভূমি, খেলার মাঠ, পতিত জমি এবং কবর স্থানের ও শ্মশানের জমি ইত্যাদি)

জমির বিভিন্ন ব্যবহারগুলি আমাকে বলার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। তাহলে আমরা দেখলাম যে, জমি চাষের কাজে, শিল্পের কাজে, রাস্তা ও রেলপথের কাজে, বাড়ী, অফিস, স্কুল তৈরীতে, জলাশয়, খেলার মাঠ এবং গোচারণের জন্য কাজে আসে।

পর্ব-৩

জোড়া মেলানোর খেলা খেলে সরকারী ভূমি দপ্তরের বিষয়ে জানা – ১২ মিনিট

- **জমি দপ্তরের আধিকারিকদের বিষয়ে কেন আমাদের জানা দরকার ?**

আমরা জেনেছি জমি হলো এক সম্পদ যা নিয়ে আরও সম্পদ তৈরী হতে পারে। এই সম্পদগুলি ব্যবহার করে আমরা স্বাস্থ্য, আর্থিক অনিরাপত্তা বা অসহায়তা কমাতে পারি। তোমরা কি জান যে উত্তরাধিকার সূত্রে তোমরাও জমির অধিকার পেতে পার ? এসো আমরা জানি কোন আধিকারিকরা এই বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করতে পারে।

- **তোমাদের মধ্যে কেউ কি সরকারী যে দপ্তরটি জমি বিষয়ে দেখাশোনা করে তার নাম বলতে পারবে ?**
  (ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তর)

কোনো মেয়ে উত্তর দিতে পারলে তাকে ধন্যবাদ জানান, না পারলে ওপরের বন্ধনীর উত্তরটি পড়ুন।

এবার আমরা জোড় মেলানোর খেলা খেলবো। আমি তোমাদের সবাইকে ''ক'' এবং ''খ'' এই দুই দলে ভাগ করে দেবো। আমি দুটি দলেরই প্রত্যেককে একটি করে ছোটো কাগজের টুকরো দেবো।

এরপর "ক'' এবং "খ'' সমানভাবে এই দুটি দল করুন। যদি বিজোড় সংখ্যক কিশোরী থাকে, তবে একজন বেরিয়ে এসে পুরো খেলাটার বিচার করবে। তাকে একটি কোনায় দাঁড়াতে বলুন। বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরের যেমন – জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা কিছু কাগজের টুকরো "ক'' দলে দিন, যার মধ্যে কিছু খালি কাগজের টুকরোও থাকবে। এরপর "খ'' দলকে বিভিন্ন আধিকারিকদের নাম উল্লেখ করা কাগজের টুকরো দেবেন, যার মধ্যে কিছু খালি কাগজের টুকরোও থাকবে। এরপর দুটি দলকে দু-দলের সদস্যদের দিকে মুখ করে ২টি লাইনে দাঁড়াতে বলুন। দেখে নিন সব কিশোরী কাগজের টুকরো পেয়েছে কিনা।

বেশ ! এবার আমি ''ক'' দলের প্রতিটি মেয়েকে তাদের কাগজে কী লেখা আছে, পড়তে বলবো। মনে রাখবে, প্রতিটি কাগজে কিছু কথা লেখা থাকবে। ''ক'' দলের সবার পড়া হয়ে গেলে, ''খ'' দলের সব মেয়ে তাদের কাগজে কী লেখা আছে, দেখে নেবে এবং ভেবে দেখবে কোন্ স্তরে এই আধিকারিক কাজ করেন এবং চেষ্টা করবে ''ক'' দলের সমান স্তরের সঙ্গে মেলাতে। এরপর ১, ২, ৩ বলে ''চলো'' বলবে, ''খ'' দলের মেয়েরা দৌড়ে এসে ''ক'' দলের তাদের জোড়ার হাত ধরবে। যে আগে সঠিক জোড়া খুঁজে নেবে সে হবে প্রথম এবং এরপর যে খুঁজে নেবে, সে হবে দ্বিতীয়। আমি বিভিন্ন অফিস নিয়ে কিছু শেখাইনি, তোমরা নিজেদের বোঝা অনুযায়ী ঠিক উত্তর-জুড়ি করেছো।

আপনি যা বললেন প্রতিটি দল থেকে একজন করে কিশোরীকে, তা আরও একবার বলতে বলুন, যাতে আপনি বুঝতে পারেন, তারা খেলাটি বুঝেছে কিনা। এরপর "ক'' দলের প্রতিটি মেয়েকে এক এক করে তাদের কাগজের লেখা পড়তে বলুন।

''ক'' দলের প্রত্যেককে কী পড়লো, তা কি তোমরা শুনেছো ? বেশ, এবার আমি গুণবো, যার পরে ''খ'' দলের মেয়েরা ''ক'' দলের সাথে জুড়ি বাঁধবে। এক .. দুই .. তিন .. চলো !

প্রতিটি কিশোরী জোড়া গঠন করার পর, যদি কোনো বিজোড় সংখ্যক কিশোরী দলের বাইরে থাকে, তবে তাকে জিজ্ঞাসা করুন, কে প্রথমে জোড়া গঠন করেছে এবং তারপর কে গঠন করেছে এবং তারপর বিজয়ী ঘোষণা করুন। নীচের টেবিলের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি জোড়ার থেকে দেখে নিন কেন তারা ভেবেছে, তারা নিজেদের জোড়া সঠিকভাবে খুঁজে নিয়েছে।

অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। যে জোড়া প্রথম হল, তাদের অভিনন্দন। এবার আমরা দেখবো, বিভিন্ন স্তরে কী কী ভূমি দপ্তর রয়েছে।

স্তর	পদমর্যাদা
জেলা স্তর	জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক (DL & LRO)
মহকুমা স্তর	মহকুমা ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক (SDL & LRO)
ব্লক স্তর	ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক (BL & LRO)
গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর	রাজস্ব পরিদর্শক (RI), আমিন ও ভূমি সহায়ক (BS)

পর্ব-৪

একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৪ মিনিট

আজ আমরা আলোচনা করলাম, জমির প্রয়োজনীয়তা, জমির ব্যবহার এবং সরকারী ভূমি দপ্তরের গঠন। এগুলি তোমরা নিশ্চয়ই মনে রাখার চেষ্টা করবে। আমরা আলোচনা করেছি জমি ব্যবহার করে সম্পদ তৈরী করা যায়। সেই সম্পদ আমাদের অসহায়তা দূর করে। যে অফিসগুলির কথা বলা হল তাদের মাধ্যমে আমাদের জমির বিষয়ে প্রয়োজন মিটতে পারে। সেই বিষয়ে আমরা পরের খেলায় আলোচনা করব। এই ধরণের অফিস তোমাদের পরে ঘুরিয়ে দেখানো হবে। এবার সবাই গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **তোমাদের মধ্যে কারা এলাকায় বিভিন্ন ধরণের জমির সরকারী অফিস খুঁজে বার করতে চাও ?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমাদের পরের খেলায় খেলায় শেখায় আমরা দেখবো, পরিবারের সম্পত্তি থেকে আমরা কীভাবে জমির অধিকার পেতে পারি। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ''জমির বিষয়ে সরকারী অফিসগুলি আমরা জানি''। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো !''

কিশোরীদের যখন একে অন্যকে উৎসাহিত করা হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রচেষ্টাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার

উদ্দেশ্য

এই খেলায় খেলায় শেখার ফলে শেষ পর্যন্ত কিশোরীরা ঃ

১. বাবা মায়ের সম্পত্তির ওপর প্রতিটি ছেলে / মেয়ের উত্তরাধিকার চিহ্নিত করবে।
২. উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির অধিকার লাভের পদ্ধতিগুলি বলবে।
৩. উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির সুরক্ষিত অধিকারের তিনটি শর্ত নিয়ে আলোচনা করবে।

প্রস্তুতি

- কিছু ছোটো পাথর ও পাতা প্রয়োজন, খেলার জন্য একটি জায়গা চিহ্নিত করতে।

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্তর খেলা
- পর্ব ২ ঃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা
- পর্ব ৩ ঃ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উত্তরাধিকার- সূত্রে সম্পত্তির অধিকারের সচেতনতা পরীক্ষা
- পর্ব ৪ ঃ সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ২৬ মিনিট

পর্ব-১

সম্পত্তির অধিকার নিয়ে প্রশ্নউত্তর খেলা - ৭ মিনিট

সকলকে অভিনন্দন। আগের সভায় আমরা সম্পদ হিসাবে জমির গুরুত্ব সম্বন্ধে জেনেছি। আজ আমরা প্রতিটি সন্তানের মা বাবার সম্পত্তির ওপর, বিশেষতঃ জমির ওপর উত্তরাধিকার নিয়ে জানবো। আমরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করবো।

অংশগ্রহণকারীদের একটি বৃত্ত গড়ে তুলতে বলুন এবং সবকটি পাথর এবং পাতা মাঝখানে রাখতে বলুন। এরপর, অনুপ্রেরক অংশগ্রহণকারীদের একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের তাদের উত্তরের ওপর ভিত্তি করে পাথর এবং পাতা তুলতে দিন।

প্রশ্ন	উত্তরের প্রতীক
১। হিন্দু পরিবারের মা বাবার মৃত্যুর পরে সম্পূর্ণ পৈতৃক সম্পত্তি (যেমন - জমি) ছেলে ও অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হয়।	সঠিক মনে করলে পাতা তোলো এবং ভুল মনে করলে একটা পাথর তোলো।
২। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে, মা বাবার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র ছেলে সম্পত্তির আইনি উত্তরাধিকারী হয়।	সঠিক মনে করলে পাতা তোলো এবং ভুল মনে করলে একটা পাথর তোলো।
৩। মুসলিম পরিবারে মা বাবার মৃত্যুর পরে, পৈতৃক সম্পত্তি ছেলে ও মেয়েদের (বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত) মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।	সঠিক মনে করলে পাতা তোলো এবং ভুল মনে করলে একটা পাথর তোলো।
৪। পরিবার হিন্দু বা মুসলিম যাই হোক না কেন, ছেলে ও মেয়েকে কতটা সম্পত্তির ভাগ পাবে তা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ঠিক করে দেয়।	সঠিক মনে করলে পাতা তোলো এবং ভুল মনে করলে একটা পাথর তোলো।
৫। প্রতিদিন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়।	সঠিক মনে হলে হাত তোলো আর ভুল মনে হলে হাত তুলো না।

এই খেলার পরে অনুপ্রেরক জিজ্ঞাসা করবেন প্রথম চারটি প্রশ্নে কারা পাতা তুলেছে আর কারা পাথর তুলেছে এবং পঞ্চম প্রশ্নের কতজন হাত তুলেছে।

এখানে আমি দেখলাম যে, পঞ্চম প্রশ্নের জবাব সকলে সঠিক দিয়েছে, কিন্তু প্রথম চারটি প্রশ্নের জবাব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাই আমাদের প্রত্যেকের প্রথম চারটি প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন।

পর্ব-২

সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা - ৭ মিনিট

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে, মা বাবার অবর্তমানে, সম্পূর্ণ সম্পত্তি প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের মানুষরাও এই আইনের মধ্যে পড়ে। মুসলিম শরিয়ত আইন অনুসারে, প্রতিটি ছেলে ও মেয়ে পৈতৃক সম্পত্তি পাবে। এই আইন অনুসারে, সম্পত্তির যেটুকু অংশ ছেলেরা পাবে, মেয়েরা পাবে তার অর্ধেক। এইভাবে, যদি কোনো হিন্দু পরিবারের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে থাকে এবং তাদের যদি ১২ বিঘা জমি থাকে, তাহলে মা বাবার মৃত্যুর পরে দুই ভাইবোন সমান ভাগ পাবে, অর্থাৎ প্রত্যেকে ৬ বিঘা করে। যদি এই একই পরিবার মুসলিম হয়, তবে বোন, ভাই-এর অর্ধেক ভাগ পাবে, অর্থাৎ ভাই পাবে আট বিঘা এবং বোন পাবে চার বিঘা।

এবার আমরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের পদ্ধতিটি জানবো। আমি ধীরে ধীরে প্রতিটি ধাপ পড়বো, যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো।

- আইনী উত্তরাধিকারের সার্টিফিকেট স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস থেকে নিতে হবে।
- এই সার্টিফিকেট সহকারে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে আবেদন করতে হবে।
- নিয়ম অনুসারে, প্রতিটি যোগ্য সদস্যের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ হবে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা খতিয়ান তৈরী হবে। তারপর প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তাদের নির্দিষ্ট সম্পত্তির দখল পাবে।
- সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রত্যেক সদস্যের আলাদা খতিয়ান বা পরচা তাদের নিজেদের নামে থাকবে।
- সবশেষে, জমির দখল পাওয়ার পর জমির অধিকার সুরক্ষিত হয়।

পর্ব-৩

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সচেতনতা পরীক্ষা - ৮ মিনিট

এবার আমি তোমাদের সামনে আবার চারটে কথা বলবো। যদি তোমাদের মনে হয় আমার কথাগুলি ঠিক, তবে পাতা তুলবে আর যদি ভুল মনে হয়, তবে পাথর তুলবে।

প্রশ্ন	উত্তরের প্রতীক
১। নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার আছে	পাতা সঠিক ও পাথর ভুল। [এটা সঠিক বক্তব্য]
২। নিজের নামে দলিল/পাট্টা ও খতিয়ান/পরচা পেলে তবেই সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত হবে।	পাতা সঠিক ও পাথর ভুল। [এটা ভুল বক্তব্য – জমির দখলও থাকতে হবে]
৩। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে হিন্দুরা সম্পত্তির ভাগ পাওয়ার যোগ্য।	পাতা সঠিক ও পাথর ভুল। [এটা সঠিক বক্তব্য]
৪। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সার্টিফিকেট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নিতে হবে এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসে (বি ডি ও অফিস) জমা দিতে হবে।	পাতা সঠিক ও পাথর ভুল। [এটা ভুল বক্তব্য – ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে]

আমি দেখলাম, তোমাদের মধ্যে বেশীরভাগই সঠিক উত্তর দিলে। আমার এটা দেখে ভালো লাগছে যে তোমারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি বুঝেছো। তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

পর্ব-৪

একে অন্যকে উৎসাহিত করা - ৪ মিনিট

আজ আমরা জানলাম যে, মা বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের কী অধিকার আছে এবং আইনী উপায়ে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। এবার উঠে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **তোমাদের মধ্যে কারা কীভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে এবং কোন কোন নথি লাগবে, তা নিয়ে তোমাদের বন্ধুদের জানাতে চাও ?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমাদের পরের খেলায় খেলায় শেখায় আমরা দেখবো, পরিবারের সম্পত্তি থেকে আমরা কীভাবে জমির অধিকার পেতে পারি। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ''জমির বিষয়ে সরকারী অফিসগুলি আমরা জানি''। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো !''

কিশোরীদের যখন একে অন্যকে উৎসাহিত করা হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রচেষ্টাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

জমির সুরক্ষিত অধিকার

উদ্দেশ্য

এই খেলাটির শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা ঃ

১. জমির সুরক্ষিত অধিকারের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি চিহ্নিত করবে।
২. জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নথির গুরুত্ব তুলনা করবে।
৩. জমির অধিকার সুরক্ষিত করার পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের ভূমিকা বলতে পারবে।

প্রস্তুতি

- পাথর, পাতা ও কাঠি, চার্ট পেপার ও স্কেচ পেন অথবা মার্কার ও হোয়াইট বোর্ড। **সম্ভব হলে দলিল, পাট্টা ও খতিয়ানের ফোটোকপি।**

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ প্রশ্ন-উত্তর
- পর্ব ২ ঃ খেলা
- পর্ব ৩ ঃ গল্প বলা
- পর্ব ৪ ঃ সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ৩৩ মিনিট

পর্ব-১

জমির সুরক্ষিত অধিকার পাওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা – ৬ মিনিট

সকলকে অভিনন্দন! আগের খেলায় শেখায় আমরা জেনেছি আইনী উপায়ে আমরা কীভাবে আমাদের মা বাবার সম্পত্তি পেতে পারি। আজ আমরা দেখবো জমির মালিক হওয়া নিশ্চিত করতে হলে আমাদের কোন কোন নথি থাকা প্রয়োজন। এর অর্থ আমাদের কাছে এমন নথি আছে, যা দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি আমাদের কাছে অথবা আমাদের মা বাবার কাছে যে জমি আছে তাতে আমাদের অধিকার আছে।

➢ **জমিটি যে আমাদের, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে কোন কোন নথির প্রয়োজন?**

কিছু কিশোরী প্রয়োজনীয় নথির বিষয়ে জানে কিনা দেখুন এবং সঠিক উত্তরের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে যান। অনুপ্রেরক যদি দলিল, পাট্টা এবং খতিয়ানের ফোটোকপি দেখাতে পারেন তবে খুব ভালো হয়। অনুপ্রেরক সেক্ষেত্রে এই নথিগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা করার সময় সেগুলো এক এক করে দেখাবেন।

যদি কেউ জমি কিনে থাকেন, তবে তার কাছে দলিল থাকবে। কিন্তু যদি কেউ সরকারের কাছ থেকে জমি পায়, তবে তার কাছে পাট্টা থাকবে। অধিকারের যে সরকারী নথিতে জমির মালিকের নাম থাকে, তাকে বলে খতিয়ান বা পরচা। অর্থাৎ আমাদের কাছে জমির মালিকানার প্রমাণ হিসেবে দলিল বা পাট্টা থাকবে, খতিয়ান বা পরচা থাকবে এবং অবশ্যই জমির ওপর দখল থাকবে।

পর্ব-২

জমি সংক্রান্ত নথির ওপর খেলা – ৯ মিনিট

জমির জন্য যেসব নথির প্রয়োজন সেগুলোর গুরুত্ব বুঝতে আমরা এবার একটা খেলা খেলবো। বৃত্তের মাঝখানে আমি কিছু পাথর, কিছু পাতা আর কিছু ছোটো কাঠি রাখবো। মনে রাখবে, পাথর মানে পাট্টা, পাতা মানে দলিল এবং কাঠি মানে খতিয়ান বা পরচা। এবার আমি যখন ১, ২, ৩ চলো বলবো, তখন প্রত্যেকে একটা পাথর, একটা পাতা অথবা একটা কাঠি তুলবে। যারা পাথর নিয়েছো, তারা আমার বাঁদিকে একটা দলে দাঁড়াবে। যারা পাতা নিয়েছো, তারা আমার ডানদিকে একটা দলে দাঁড়াবে। যারা কাঠি নিয়েছো, তারা আমার সামনে একটা দলে দাঁড়াবে। তোমরা তৈরী? এক, দুই, তিন, ... চলো!

সব অংশগ্রহণকারী মিলে তিনটি দল তৈরী করার পর, অনুপ্রেরক বলবে,

পাথর মানে পাট্টা। পাট্টা হল জমির এমন একটা নথি যা গ্রামের ভূমিহীন পরিবারকে সরকার ভূমিদানের প্রমাণপত্র হিসেবে দেয়। এটা যৌথ নামে হতে পারে। ভূমি দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, পাট্টায় স্ত্রী-র নাম প্রথমে ও স্বামীর নাম পরে দেওয়া থাকে। যদি পরিবার মহিলা দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মহিলার নামেই পাট্টা দেওয়া হবে। পাট্টায় জমির পরিমাণের উল্লেখ থাকে। পাট্টার জমি বিক্রি বা দান করা যায় না।

পাতার অর্থ দলিল। আইনগতভাবে কোনো জমি কেনা হলে জমি সংক্রান্ত যে নথিটি দেওয়া হয়, সেটি হল দলিল। এটি সরকারী রেজিস্ট্রার অফিস থেকে দেওয়া হয়। এই ধরণের কেনা বা দলিল যুক্ত জমি বিক্রি করা এবং দান করা যায়।

কাঠির অর্থ খতিয়ান বা পরচা। খতিয়ান বা পরচা হল একটি সরকারী নথি। এই নথিতে জমির মালিকের নাম, জমির মোট পরিমাণ ও অবস্থান এবং জমির ধরণের উল্লেখ করা থাকে। এই নথি দেয় ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।

তাই মনে রাখবে জমির প্রকৃত মালিকানার অর্থ হল নিজের নামে জমির পাট্টা বা দলিল এবং খতিয়ান বা পরচা থাকবে ও অবশ্যই জমির ওপর দখল থাকবে।

এবার তোমরা নিজেদের দলেই থাকো, আমি প্রতিটি দলকে একটি করে কথা বলবো। তোমরা আমাকে বলবে যে কথাটি ঠিক না ভুল।

ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি দপ্তর পাট্টা দেয়।	ঠিক
কেনা জমির জন্য যে জমি সংক্রান্ত নথি দেওয়া হয়, তা হল দলিল।	ঠিক
পাট্টা স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ নামে হয়।	ঠিক
দলিলে যুগ্ম নাম থাকা প্রয়োজনীয় নয়।	ঠিক
যৌথ পাট্টায় স্বামীর নাম প্রথমে থাকবে।	ভুল (এটি হবে যৌথ পাট্টা যেখানে স্ত্রী-র নাম প্রথমে থাকবে)
মহিলা পরিচালিত পরিবারে পাট্টা মহিলা ও তার পুত্রের নামে থাকবে।	ভুল (শুধু মহিলার নামে থাকবে)
পাট্টা জমি বিক্রি করা যেতে পারে।	ভুল (বিক্রি করা যাবে না)
পরচা বা খতিয়ানে মালিকের নাম, জমির পরিমাণ ও অবস্থানের উল্লেখ থাকবে।	ঠিক
আমাদের যদি খতিয়ান বা পরচার সাথে পাট্টা বা দলিল থাকে কিন্তু সেই জমির ওপর দখল না থাকে তাহলে আমরা জমির প্রকৃত মালিক হতে পারবো না।	ঠিক

তাহলে আমরা জানলাম যে, জমির প্রকৃত দখলের সাথে সাথে নিজের নামে পাট্টা বা দলিল এবং খতিয়ান বা পরচা দুটি গুরুত্বপূর্ণ নথি থাকলে তবেই আমাদের জমির অধিকার সুরক্ষিত হবে। এইসমস্ত নথিগুলির প্রতিটির মধ্যে পার্থক্যও তোমরা জানো। এই খেলায় অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। যে তিনটি দল তোমরা গঠন করেছো, তাতেই বসে থাকো।

পর্ব-৩

জমির অধিকার সুরক্ষিত করায় সরকারী দপ্তরের ভূমিকা – ১৪ মিনিট

তোমরা সকলে নিরাপদ জমির অধিকার, জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি এবং পাট্টা ও দলিলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানলে। এবার আমরা জমির অধিকার সুরক্ষিত করার পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে সরকারী দপ্তরের ভূমিকা সম্পর্কে জানবো একটি গল্পের মাধ্যমে।

নাসির আহমেদের গল্প

নাসির আহমেদের পরিবারে স্ত্রী, দুই ছেলে এবং একটি মেয়ে সে বিবাহিতা। নাসির আহমেদ হঠাৎ মারা যাওয়ার পরে, তার সম্পত্তি স্ত্রী, ছেলে ও বিবাহিতা মেয়ের মধ্যে কীভাবে ভাগ করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হল।

- প্রথমে, গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন করে নাসিরের পরিবারকে তার মৃত্যু সার্টিফিকেট নিতে হবে।
- এরসঙ্গে, গ্রাম পঞ্চায়েতে তার পরিবারকে উত্তরাধিকার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হবে, যাতে নাসিরের স্ত্রী, দুই ছেলে এবং বিবাহিতা মেয়ের নাম উল্লেখ থাকবে।
- এই দুটি সার্টিফিকেট সহকারে পরিবারটিকে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরে আবেদন করতে হবে সম্পত্তির ভাগ ও বন্টনের জন্য।
- এরপর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক পরিবারটির আবেদনের ভিত্তিতে প্রত্যেক সদস্যের নামে পৃথক পৃথক খতিয়ান প্রদান করবে, এতে ঐ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সম্পত্তির পরিমাণ উল্লেখ থাকবে।

- **নাসির আহমেদের মৃত্যুর পর, তার পরিবারের সদস্যরা কী করেছিল ?**
  [*নাসির আহমেদের পরিবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতে নাসির আহমেদের মৃত্যুর কথা জানিয়েছিল এবং তার ডেথ সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল।*]

- **নাসির আহমেদের পরিবার কোথা থেকে বৈধ উত্তরাধিকারীর সার্টিফিকেট পেয়েছিল ?**
  [*নাসির আহমেদের পরিবার বৈধ উত্তরাধিকারীর সার্টিফিকেট স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংগ্রহ করেছিল।*]

- **নাসির আহমেদের পরিবার কীভাবে ও কোথা থেকে খতিয়ানের আবেদন করেছিল ?**
  [*নাসির আহমেদের পরিবারকে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের দলিল ও অন্যান্য সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হয়েছিল খতিয়ানের জন্য আবেদন করতে।*]

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কিশোরীদের ধন্যবাদ জানান এবং যে দল বেশী পয়েন্ট পেয়েছে, তাদের অভিনন্দন জানান।

আমরা যেসব আইনি নথিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলো থাকার সুবিধা নিয়ে এখন আমি তোমাদের বলবো।

জমি সংক্রান্ত বৈধ নথি থাকার সুবিধাগুলি হল ঃ

- একটি পরিবারকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জমির উত্তরাধিকারী হতে সাহায্য করে।
- পরিবারকে স্থায়ী ঠিকানা দেয়।
- সরকারী বিভিন্ন সুবিধাগুলি পেতে সাহায্য করে।
- পরিবারের সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার উন্নতি ঘটায়।
- জমিকে সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে পরিবারকে আয় করতে সাহায্য করে।

উত্তরের জন্য ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ।

পর্ব-৪

সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৪ মিনিট

আজ আমরা জানলাম সুরক্ষিত জমির অধিকার কী, জমির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন নথি এবং জমির অধিকার সুরক্ষিত করার সরকারী পদ্ধতি সম্পর্কে। জমির জন্য সরকারী ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলি কী তা বুঝলাম। এবার উঠে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **তোমাদের বাড়ীতে জমি সংক্রান্ত কী কী নথি আছে তা কে কে খুঁজে বার করবে ?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমাদের পরের খেলায় খেলায় শেখায় আমরা দেখবো, পরিবারের সম্পত্তি থেকে আমরা কীভাবে জমির অধিকার পেতে পারি। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ‘‘জমির বিষয়ে সরকারী অফিসগুলি আমরা জানি’’। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ‘‘চলো !’’

কিশোরীদের যখন একে অন্যকে উৎসাহিত করা হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রচেষ্টাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

জমিভিত্তিক জীবিকা

উদ্দেশ্য

এই খেলাটির শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীরা ঃ

১. জমি যে আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তা স্বীকার করবে।
২. জমিভিত্তিক জীবিকাগুলি চিহ্নিত করবে।
৩. জমিভিত্তিক জীবিকা গ্রহণের ধাপগুলি বলবে।

প্রস্তুতি

- কাগজের ছোটো ছোটো টুকরো, কলম, বড়ো কাগজ, চার্ট পেপার ও মার্কার, বোর্ড ও মার্কার।
- ছবি ১-১০

পদ্ধতি

- পর্ব ১ ঃ জীবিকা কাকে বলে
- পর্ব ২ ঃ প্রশ্ন উত্তরে খেলা
- পর্ব ৩ ঃ মনে রাখার খেলা
- পর্ব ৪ ঃ সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা

সময় – ৪০ মিনিট

পর্ব-১

জীবিকা কাকে বলে – ১০ মিনিট

আমরা সবাই জানি জমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং আমরা যদি এটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, তবে আমরা এর থেকে টাকা রোজগার করতে পারি। আজ আমরা জানবো জীবিকা কী এবং এটি কীভাবে আমাদের জমির সাথে সম্পর্কিত।

➢ **জীবিকা বলতে তোমরা কী বোঝো ?**

অনুপ্রেরক কিছু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করবেন, তারপর মেয়েদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলবেন ঃ

জীবিকা হল রোজগার করা, যা দিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। আমাদের দক্ষতা ও শিক্ষা, এবং সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আয় করাকে বলে জীবিকা। জীবিকা আমাদের জীবন নিরাপদ করে তোলে। আমাদের জীবিকা যদি স্থায়ী হয়, তবে আমরা সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারি। এতে আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপত্তা বাড়ে, আমাদের পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে।

➢ **আমাদের জানা কিছু জমিভিত্তিক জীবিকা কী কী ?**
কিশোরীদের থেকে কিছু উত্তর শুনুন এবং তারপর একটি তালিকা তৈরী করুন, যাতে এমন কিছু জমিভিত্তিক জীবিকার নাম করুন, যেগুলোর উল্লেখ তারা করেনি।

কিছু সাধারণ জমিভিত্তিক জীবিকা হল ঃ

– সব্জি বাগান
– গোবর সার তৈরী
– বাড়ীর পেছনে মুরগী, হাঁস ও পোলট্রি পালন
– পশুপালন - গরু, ছাগল, শুয়োর ইত্যাদি
– মাশরুম চাষ
– মৌমাছি চাষ
– ফুলের চাষ
– মাছ চাষ
– লাক্ষা / ফলের চাষ

সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তোমাদের ধন্যবাদ।

পর্ব-২

প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জমিকে জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে দেখা – ১০ মিনিট

সবাই জানে যে পৃথিবী জুড়ে জমি হল একমাত্র সম্পদ যার মাধ্যমে পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়। এটি সকলের কাছে সহজলভ্য এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ফলে যে কোনো ব্যক্তি, দল বা জনগোষ্ঠীর স্থায়ী উন্নতি ঘটাতে সক্ষম। এইভাবে, জমি হল জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জমিকে জীবিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে বুঝতে আমরা একটা খেলা খেলবো।

তোমরা অনুগ্রহ করে সমান দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। 'ক' দল আমার ডানদিকে দাঁড়াবে এবং 'খ' দল আমার বাঁদিকে দাঁড়াবে।

দুটি দল গঠন করতে কিশোরীদের সাহায্য করুন। যদি বিজোড় সংখ্যক কিশোরী থাকে, তবে অতিরিক্ত কিশোরীটিকে নম্বর দেবার জন্য রাখুন। দল গঠন করা হয়ে গেলে বলুন,

'ক' দলকে আমি একটি প্রশ্ন করবো। তোমরা সর্বাধিক ৩০ সেকেন্ড সময় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারবে এবং দলের একজন উত্তর দেবে। সঠিক উত্তরের জন্য ৫ পয়েন্ট। উত্তর যদি ভুল হয়, তবে 'ক' দল কোনো পয়েন্ট পাবে না এবং প্রশ্নটি 'খ' দলের কাছে চলে যাবে। 'খ' দল যদি সঠিক উত্তর দেয়, তবে তারা ৩ নম্বর বোনাস পাবে। আমি এরপর 'খ' দলকে একটি প্রশ্ন করবো এবং ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। সবশেষে আমরা দেখবো, কোন দল বেশী পয়েন্ট পেয়ে জিতলো।

প্রতি দল থেকে একজন করে মেয়েকে আপনি যা বললেন, তা বলতে বলুন, যাতে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে, কী করতে হবে।

তোমরা সবাই তৈরী? চলো এবার খেলা যাক্।

বক্তব্য	উত্তর
জমির সঠিক ব্যবহার ব্যক্তি ও পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা দেয়।	ঠিক
যেসব মানুষের জমিতে সুরক্ষিত অধিকার রয়েছে তারা সাধারণতঃ স্থায়ী জমিভিত্তিক জীবিকার মাধ্যমে বেশী আয় করতে পারে।	ঠিক
জমিতে যেসব মানুষের সীমিত অধিকার রয়েছে, তারাও সমানভাবে স্থায়ী জীবিকা উপভোগ করে।	ভুল
জমির সুরক্ষিত অধিকারকে ব্যবহার করে মানুষ স্থায়ী জীবিকা বা আয় করতে পারে।	ঠিক
জমিতে উৎপাদিত ফসল পরিবারে খাদ্যের সংস্থান করে।	ঠিক
জমির উৎপাদনে যে আয় হয়, তা আমাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কোনো অংশে কাজে আসে না।	ভুল
জমির সুরক্ষিত অধিকার হল গ্রামের মানুষদের জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।	ঠিক
গ্রামীণ পরিবারের জন্য জমি থেকে জীবিকা আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় নয়।	ভুল

প্রশ্ন উত্তরের খেলার পর কোন দল অন্য দলের থেকে বেশী নম্বর পেলো জানান এবং কিশোরীদের তাদের উত্তর ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

পর্ব-৩

মনে রাখার খেলার মাধ্যমে সাধারণ জমিভিত্তিক জীবিকা সম্পর্কে বোঝা – ১৫ মিনিট

এখন আমরা জানি যে, জমি হল জীবিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অতএব, এটা মনে রাখা দরকার যে, জমির বৈজ্ঞানিক ব্যবহার যে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে স্থায়ী জীবিকার সুযোগ করে দেয়। আমার মনে হয়, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই জমিভিত্তিক আয়ের সাথে যুক্ত।

- **তোমাদের মধ্যে যারা ইতিমধ্যেই জমিভিত্তিক জীবিকার সাথে যুক্ত, উঠে দাঁড়াও।**

যদি কিছু কিশোরী উঠে দাঁড়ায়, তবে জিজ্ঞাসা করুন, তারা কোন জমিভিত্তিক জীবিকার সাথে যুক্ত এবং সেটি জানাবার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

তাহলে, জমিভিত্তিক জীবিকা সম্বন্ধে এবং জীবিকার ধাপগুলি সম্বন্ধে তোমাদের নিশ্চয়ই কিছু ধারণা আছে। এবার সাধারণ জমিভিত্তিক জীবিকা সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা খেলা খেলবো।

আবার 'ক' এবং 'খ' দুটি দল করো। এইবার প্রতিটি দল থেকে একজন করে নেতা বেছে নাও।

প্রতিটি দল থেকে নেতা নির্বাচিত হবার পর, নেতাদের অনুরোধ করুন এক কোনায় একসাথে দাঁড়াতে। ১০ রকমের জমিভিত্তিক জীবিকার ছবি দেওয়া ১০টি ছবি বার করুন এবং 'ক' দলের এক একটি মেয়েকে একটি করে ছবি দিন এবং তাদের ছবিগুলি ওপরে তুলে ধরতে বলুন এবং গোল হয়ে দাঁড়াতে বলুন। 'ক' দলের নেতাকে বৃত্তটির মাঝখানে এসে দাঁড়াতে বলুন এবং তারপর বলুন,

এবার 'ক' দলের নেতা মেয়েদের ধরে থাকা ১০টি ছবি দেখে নাও এবং প্রতিটি মেয়ে ছবিসহ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, মনে রাখো। ২ মিনিট বাদে, তোমার চোখ বেঁধে দেওয়া হবে এবং তিনবার ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এরপরে তোমাকে বৃত্তে থাকা যতগুলি সম্ভব মেয়েকে ছুঁতে হবে এবং বলতে হবে সে কোন ছবি ধরে আছে। সেটি কোন জীবিকা, তারও উল্লেখ করতে হবে। ঠিক বললে তুমি ৫ পয়েন্ট পাবে। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর নেই। 'ক' দলের নেতার হয়ে গেলে, 'খ' দলের নেতাও সেই একই কাজ করবে। যে দলের নেতা বেশী পয়েন্ট পাবে, সে জিতবে।

প্রতিটি দল থেকে একজন করে কিশোরীকে আপনি যা বললেন, তা আবার বলতে বলুন, যাতে তারা ঠিকভাবে বুঝতে পারে কী করতে হবে।

তোমরা কি তৈরী? আমি 'ক' দলের ১০ জন মেয়েকে ১০টি ছবি দিচ্ছি।

সাধারণ জমিভিত্তিক জীবিকার ছবিগুলি হল ঃ

ছবি ১ – সব্জি বাগান
ছবি ২ – ফুলের বাগান
ছবি ৩ – গোবর সার
ছবি ৪ – বাড়ীর পেছনে মুরগী, হাঁস ও পোলট্রি পালন

ছবি ৫ – পশুপালন – গরু, ছাগল, শুয়োর ইত্যাদি
ছবি ৬ – মাশরুম চাষ
ছবি ৭ – মৌমাছি চাষ
ছবি ৮ – ফুলের চাষ
ছবি ৯ – মাছ চাষ
ছবি ১০ – লাক্ষা / ফলের চাষ

মনে রাখার খেলা শেষ হলে কোন দল বেশী নম্বর পেলো জানান এবং কিশোরীদের তাদের উত্তর ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

এইমাত্র আমরা সাধারণ কিছু জমিভিত্তিক জীবিকার কথা জানলাম এবং এবার আমরা জমিভিত্তিক জীবিকা গ্রহণ করার ধাপগুলো সম্বন্ধে জানবো। এবার এই প্রশ্নটির উত্তর আমাকে কে দিতে পারবে?

- **যে কোনো জমিভিত্তিক জীবিকা গ্রহণের জন্য একজনকে কী কী ধাপ অনুসরণ করতে হবে?**

কিছু অংশগ্রহণকারীর থেকে উত্তর শোনার জন্য অনুপ্রেরক অপেক্ষা করবেন এবং কোন ধাপগুলো অনুসরণ করা হবে, সেগুলো বলার সময় তাদের ধন্যবাদ জানাবেন।

– দেখতে হবে জমির ধরণ কেমন ও কতটা জমি রয়েছে
– জমির ধরণ ও পরিমাণ অনুযায়ী সঠিক জীবিকা নির্বাচন করতে হবে
– এরপর ঐ জীবিকার ওপর প্রশিক্ষণ নিতে হবে
– সবশেষে জমির সুরক্ষিত অধিকারকে কাজে লাগিয়ে ঐ জীবিকার মাধ্যমে স্থায়ী আয় করা

পর্ব-৪

সংকল্প ও একে অন্যকে উৎসাহিত করা – ৫ মিনিট

আজ আমরা জানলাম জমিভিত্তিক জীবিকা কী, কিছু সাধারণ জমিভিত্তিক জীবিকার উদাহরণ এবং এই জীবিকাগুলি গ্রহণে কী কী ধাপ অনুসরণ করতে হবে। এবার উঠে গোল হয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবো। তোমরা যদি প্রশ্নটিতে সংকল্প করতে চাও, তবে এগিয়ে এসে তোমাদের ডানহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দাও, যাতে তোমরা একে অন্যের হাত স্পর্শ করতে পারো।

- **তোমাদের মধ্যে কে কে নিজেদের জমিভিত্তিক জীবিকা বেছে নেবে?**

কিশোরীরা এগিয়ে এসে হাতে হাত ঠেকিয়ে সংকল্প করলে, বলুন

আমাদের পরের খেলায় খেলায় শেখায় আমরা দেখবো, পরিবারের সম্পত্তি থেকে আমরা কীভাবে জমির অধিকার পেতে পারি। এবার আমরা আমাদের সব সভার শেষে যেমন করি, তেমনভাবে একে অন্যকে উৎসাহিত করবো। গোল হয়ে দাঁড়াও এবং ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার সাথে বলো, ''জমির বিষয়ে সরকারী অফিসগুলি আমরা জানি''। এরপর উবু হয়ে বসে, লাফিয়ে উঠে বলো ''চলো!''

কিশোরীদের যখন একে অন্যকে উৎসাহিত করা হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রচেষ্টাকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিন এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।